প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ • ১৫ - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

## "সিনোডাল মণ্ডলী" : কতদূরের পথ !

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে
সৌজন্য সাক্ষাতে
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের
প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে
সৌজন্য সাক্ষাতে
ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত
আর্চবিশপ কেবিন র‍্যান্ডাল

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশুমঙ্গল ও যুব সেমিনার

# স্বর্গধামে যাত্রার ১ম বর্ষ

## প্রয়াত তেরেজা রোজারিও

**জন্ম: ১২ জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু: ১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ**

**মা, তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে।**

দেখতে দেখতে চলে এলো সেই বেদনাবিধূর দিনটি ১২ অক্টোবর, যেদিন তুমি আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পরম পিতার রাজ্যে। আমরা ভাবতে পারিনি হঠাৎ তুমি আমাদের মায়া ছেড়ে চলে যাবে। তোমার এ শূন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে কঠোর পরিশ্রমী, ধার্মিক, সৎ, দয়ালু ও ধৈর্য্যশীলা মা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে অনন্ত দান করেন। স্বর্গ থেকে তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে আবার তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

*তোমারই আদরের*
সন্তানেরা
নাতি, নাতনীরা
পুতি, পুতিনরা

বিপ্র/২১৪/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৩
১৫ সেপ্টেম্বর - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৩১ ভাদ্র - ০৬ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# সুসম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক

প্রাচ্য দেশের একটি প্রবাদ - 'যখন আপনার দৃষ্টি এক বছর পর্যন্ত প্রসারিত, তখন ফুলের গাছ চাষ করুন। যখন দৃষ্টি দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত, তখন ফলের গাছ লাগান। যখন আপনার দৃষ্টি অনন্তকাল প্রসারিত তখন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন।' হ্যাঁ, মানব জীবনের জন্য বন্ধুত্ব তথা সুসম্পর্ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেও সম্পর্কের যথার্থ গুরুত্ব আছে। ঈশ্বর নিজেই ত্রি-ব্যক্তিতে অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও আত্মায় সম্পর্কযুক্ত হয়ে এক ঈশ্বর। সৃষ্টির ঘটনা থেকে আমরা জানি সৃষ্টিকর্তা জগৎ উত্তম রূপে সৃষ্টি করলেন এবং আপন সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। মানুষকে দেখে ঈশ্বর খুশি হলেন। কিন্তু মানুষ সৃষ্ট জগতের বিশালতা পেয়েও সুখী ছিল না। কেননা সে যোগাযোগ বা সম্পর্ক গড়ার মতো কাউকে পায়নি। আর ঈশ্বরই উদ্যোগ নিলেন মানুষের যোগ্য সঙ্গী দান করতে। এমনিভাবে সেই জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকেই আমরা সম্পর্ক ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে বা মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। প্রথম অবস্থায় মানুষ ইশারায় বা সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পরবর্তীতে ভাষার পূর্ণ বিকাশ ঘটলে একে অপরের সাথে শব্দ বা বাক্যের বিনিময়ে যোগাযোগ প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় যোগাযোগের মাধ্যম পরিবর্তন হলেও যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্ক স্থাপন তা একইরূপ থাকে।

আজকের বিশ্বকে বলা হয় সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিশ্ব। যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতির এ যুগে প্রত্যেকে অনায়াসে একে অপরের সাথে, এমনকি অন্যান্য বস্তুর সাথে প্রতি মুহূর্তে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করতে পারে। এই যোগাযোগ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা যত বেশি সফলকাম, তাদেরকে তত বেশি সফল ও সুখী মানুষ বলে মনে করা হয়। বর্তমানে অতি দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রায় সবকিছুকে হাতের নাগালে নিয়ে আসলেও মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় মানবীয় যোগাযোগেই। তাই পোপ ফ্রান্সিস সবসময়ই বলছেন, সাক্ষাতের সংস্কৃতি গড়ে তোলো। আনাচে-কানাচে, হাটে-বাজারে যোগাযোগ করো। আসলে তিনি মানবীয় সম্পর্ককেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পবিত্র ইসলামে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ জন্য দূরের কাছের সব মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলা ও সুন্দর ব্যবহার করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর ফলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরের কদর্যতা দূর হয় ও পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তা মনে আনন্দ ও উৎফুল্লতা জন্ম দেয়। কার্যকর ও প্রভাবশালী যোগাযোগ ও সম্পর্ক বলতে বুঝায় এমন সম্পর্ক ও যোগাযোগ, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হয়, অন্যদিকে প্রতিপক্ষও সন্তুষ্টি অনুভব করে। সুসম্পর্ক যখন ব্যক্তি থেকে সমাজে বিস্তৃত হয় তখন সকলেই সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারে। মনে সুখ-শান্তি থাকলে কর্মে স্পৃহা জাগে ও পরিশ্রমেও প্রফুল্লতা আসে। ফলশ্রুতিতে কাজ ও উৎপাদন বেশি হয় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সার্বিক উন্নয়নের একটি অংশ মাত্র। ড. ইউনূস মনে করেন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সর্বনিম্ন অবস্থানে যারা জীবনযাপন করে তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। অন্যদিকে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মনে করেন কোন জাতি যদি কোন সময়ের জন্য উন্নত জীবনযাপন করে তবে তাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। উন্নয়নের গূঢ় অর্থ হল ইতিবাচক উন্নত পরিবর্তনের স্থায়িত্ব।

বর্তমানে আমাদের দেশে অবকাঠামোগত, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, দাবি আদায়, নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের চিত্র ততটা ভালো নয়। আমাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে চরিত্রের, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও মানসিকতার। আর সার্বিক এই মানব উন্নয়ন আসবে যখন আমরা নিজের, পরস্পর ও ঈশ্বরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে পারবো।

একটি ভালো সম্পর্কের জন্য সৎ থাকা সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারো কাছে অবাস্তব প্রত্যাশা না রেখে উদ্যোগী হয়ে টুকটাক দ্বন্দ্ব বিরোধ মিটিয়ে ফেললেই সম্পর্ক টিকে যায়। পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা অনুশীলন করি। কেননা এগুলোইতো সুসম্পর্কের দৃঢ়তা দান করে। †

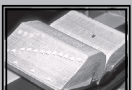

'নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। (মার্ক ৮ ঃ ৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

**কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ**
**১৫ সেপ্টেম্বর - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ**

**১৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
ইসা ৫০: ৫-৯, সাম ১১৬: ১-৬, ৮, যাকোব ২: ১৪-১৮, মার্ক ৮: ২৭-৩৫

**১৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
**সাধু কর্ণেলিউস**, পোপ, এবং **সাধু সিপ্রিয়ান**, বিশপ, সাক্ষ্যমরগণ, *স্মরণদিবস*
১ করি ১১: ১৭-২৬, ৩৩, সাম ৪০: ৭-১০, ১৭, লুক ৭: ১-১০

**১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
**সাধু রবার্ট বেলার্মিন**, বিশপ ও আচার্য
**বিঙ্গেনের সাধু হিল্ডেগার্ড**, কুমার ও আচার্য
১ করি ১২: ১২-১৪, ২৭-৩১, সাম ১০০: ১-৪, লুক ৭: ১১-১৭

**১৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
১ করি ১২: ৩১-১৩: ১৩, সাম ৩৩: ২-৫, ১২, ২২, লুক ৭: ৩১-৩৫

**১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
**সাধু জানুয়ারিউস**, বিশপ ও সাক্ষ্যমর
১ করি ১৫: ১-১১, সাম ১১৮: ১-২, ১৬-১৭, ২৮, ২১, লুক ৭: ৩৬-৫০

**২০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
**সাধু আন্দ্রেয় কিম, পল ছং** এবং তাদের **সঙ্গীগণ**, সাক্ষ্যমরগণ, *স্মরণদিবস*
১ করি ১৫: ১২-২০, সাম ১৭: ১, ৬-৮, ১৫, লুক ৮: ১-৩

**২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
**সাধু মথি**, প্রেরিতদূত ও সুসামাচার রচয়িতা, *পর্ব*
এফে ৪: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৯: ১-৪, মথি ৯: ৯-১৩

**প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী**

**১৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
+ ২০০৬ সি. মারীসেলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)

**১৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
+ ১৯৪৩ সি. এম. ডোসিথী, আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রা. প্যাট্রিক লুইস ডি'কস্তা, সিএসসি (ঢাকা)

**১৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
+ ২০১০ ফা. শিমন তিগ্‌গা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সি. মেরী বার্ণাডেট, পিসিপিএ

**১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৫৪ সি. মেরী লরেটো, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফা. আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. লুইজি মারকাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সি. শিউলী গমেজ, এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. ক্যাথেরিন গনসালভেস, এসসি (খুলনা)

**২০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯৭৯ সি. মেরী আন্তনী, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সি. এম. লরেন্সিয়া, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সি. আন্দ্রিনা ব্যাপারী, এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সি. রোজারিয়া গ্রিত্তি, এসসি (ময়মনসিংহ)

**২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
+ ১৯৫৪ সি. কর্ডুলা, আরএনডিএম (ঢাকা)

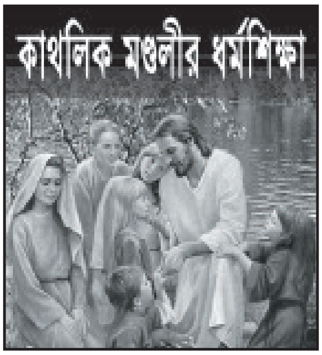


# তৃতীয় খণ্ড
# খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

(মানব ব্যক্তির মর্যাদা)

**সদ্‌গুণসমূহ ও অনুগ্রহ**

**১৮১০** মানবিক গুণসমূহ অর্জিত হয় শিক্ষার দ্বারা, সুবিবেচিত ক্রিয়ার দ্বারা, এবং পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীকৃত অধ্যবসাপয় দ্বারা; এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহ দ্বারা সেগুলো পবিত্রীকৃত ও উর্ধ্বে উন্নীত হয়। ঈশ্বরের সাহায্যে, এগুলো চরিত্র গঠন করে ও মঙ্গল-সাধনায় সহায়তা করে।

**১৮১১** পাপের আঘাতে বিক্ষত মানুষের পক্ষে নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সহজ নয়। খ্রীষ্টের পরিত্রাণের দান গুণগুলো অর্জনের চেষ্টায় আমাদেরকে অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ দিয়ে থাকে। যা-কিছু ভাল তা ভালবাসতে, ও মন্দকে পরিহার করতে, প্রত্যেকেরই উচিৎ সর্বদা এই আলো ও শক্তির অনুগ্রহ যাচঞ্ঞা করা, ঘন ঘন সংস্কারাদি গ্রহণ করা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে সহযোগিতা করা, এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

**॥ খ ॥ ঐশতাত্ত্বিক গুণসমূহ**

**১৮১২** মানবিক গুণসমূহের ভিত্তিমূল হচ্ছে ঐশতাত্ত্বিক গুণসমূহ, যেগুলো ঐশস্বরূপের মধ্যে মানুষের অংশগ্রহণ করার কর্মশক্তিগুলোকে উপযোগী ক'রে নেয়: কারণ ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলো সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এগুলো খ্রীষ্টানদের পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপন করার জন্যও যোগ্য করে তোলে। এগুলোর উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল হিসেবে রয়েছেন এক ও ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর।

**১৮১৩** ঐশতাত্ত্বিক গুণসমূহ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভিত্তি; এগুলো ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করে। এগুলো নৈতিক গুণসমূহকে তথ্য ও জীবন দান করে। পরমেশ্বর সেগুলোকে বিশ্বাসীবর্গের অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেন, যেন তারা তাঁর সন্তানসুলভ আচরণে ও শাশ্বত জীবন লাভে সক্ষম হয়। এগুলো হল মানুষের কর্মশক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও তাঁর কাজের অঙ্গীকার। তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ হচ্ছে: বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা ।

**বিশ্বাস**

**১৮১৪** বিশ্বাস হ'ল সেই ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, এবং তিনি যা-কিছু বলেছেন ও আমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, এবং পবিত্র মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাসের জন্যে যা-কিছু প্রদান করেছে- তা-ও আমরা বিশ্বাস করি, কারণ তিনি নিজেই যে সত্য। বিশ্বাসের দ্বারা "মানুষ স্বাধীন ভাবে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে।" এই কারণে, বিশ্বাসীভক্তগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও তা মেনে চলতে সাধনা করে। "বিশ্বাস গুণে যে ধার্মিক সে বাঁচবে।" জীবন্ত বিশ্বাস "ভালবাসার দ্বারা কার্যকর"।

**১৮১৫** বিশ্বাসের দান তার মধ্যেই অবস্থান করে, যে এর বিরুদ্ধে কোন পাপ করেনি। " কিন্তু কর্মহীন বিশ্বাস মৃত": বিশ্বাস যখন আশা ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, তখন ভক্তবিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সঙ্গে পূর্ণভাবে যুক্ত করে না এবং তাকে তাঁর দেহের জীবন্ত অঙ্গ ক'রেৎ তোলে না।

**১৮১৬** খ্রীষ্টের শিষ্য শুধু বিশ্বাস রক্ষা ও তদনুসারে জীবনযাপনই করে না, কিন্তু সে বিশ্বাস স্বীকার করে, আস্থার সঙ্গে তার সাক্ষ্য বহন করে এবং তা বিস্তার করে: "প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকতে হবে মানুষের সামনে খ্রীষ্টকে স্বীকার করতে, এবং ক্রুশের পথ ধরে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে, বিশেষভাবে নির্যাতনের সময়, যে-নির্যাতনের অভাব মণ্ডলীতে কোনদিন হয় না।" সেবাকাজ ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করা পরিত্রাণ লাভের জন্য আবশ্যক: "তাই যে-কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।

# ‘সিনোডাল মণ্ডলী’: কতদূরের পথ !

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর দুই বছরব্যাপী বিশপদের ‘সিনড অন সিনোডালিটি’ প্রস্তুতিকালের উদ্বোধন করেন এবং দু’বছরব্যাপী প্রস্তুতির পর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে প্রায় মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিশপদের এই সিনড। উক্ত সিনডের সমাপনী অধিবেশনে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- মণ্ডলী হবে সকলের সেবক, বিশেষভাবে ক্ষুদ্রতম ভাইবোনদের সেবক। মণ্ডলী ভাল ব্যবহারের দাবী বা প্রত্যাশা না করে সকলকে স্বাগত: জানায়, গ্রহণ করে, ভালোবাসে, সেবা করে ও ক্ষমা করে। মণ্ডলীর দরজা সকলের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে; দুঃখ-কষ্টে থাকা দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের বিচার না করে তাদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যেন **সিনোডাল ও মিশনারী মণ্ডলী** হয়ে উঠতে পারি; এমন একটি মণ্ডলী যা আরাধনা করে এবং আশেপাশের ভাইবোনদের সেবা করে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা খ্রিস্টেতে দীক্ষাপ্রাপ্ত সকলেই কতটুকু বিষয়টি বুঝেছি এবং অন্তরে ধারণ করে সেপথে হাঁটছি বা হাঁটতে শুরু করেছি? আমি মনে করি বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে ‘সিনোডাল মণ্ডলী’র বিষয়টিতে আমাদের যুক্ততা ও উপলব্ধি কতটুকু তা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা দরকার এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। নতুবা এটি অন্য অনেক বিষয়ের মত কাগজেই লেখা থাকবে, বাস্তবে ধরা দিবে না।

**সিনোডাল মণ্ডলী কী এবং কেন?**

**প্রথমতঃ** দেখা যাক খ্রিস্টধর্মীয় বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে সিনোডাল মণ্ডলী কী? একটি সিনোডাল মণ্ডলী হল মিলনের একটি মণ্ডলী। সিনোডাল মণ্ডলী দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং অন্যান্য সকল নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে যোগাযোগকে বাস্তব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক করতে পারে। এইভাবে আমরা যখন দরিদ্রদের এবং প্রান্তিক মানুষদেরকে সিনোডাল মণ্ডলী গঠনের উদ্দেশে অগ্রাধিকার দেয়ার চিন্তা করি, তখন আমরা কেবল খ্রিস্টানদের কথা-ই ভাবি না, বরং সকল মণ্ডলী, ধর্ম এবং মতাদর্শের দরিদ্র এবং নিপীড়িতদের কথাও ভাবি। এই ধরনের প্রচেষ্টা আমাদের ঈশ্বরের সকল সন্তানদের সাথে একসাথে চলতে সক্ষম করবে।

পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির পর থেকে তাদের সাথে সাথে ভ্রমণ করেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর মানুষের সাথে চলতেন; একসঙ্গে পথ চলার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাইতো ঈশ্বরকে ‘ইম্মানুয়েল’ নামেও ডাকা হতো, অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর মূলত একজন শ্রবণকারী ঈশ্বর। তাই আমরাও সিনোডাল মণ্ডলী হিসাবে অবহেলিতদের সাথে যাত্রা করতে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে এবং তাদের পক্ষে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিনোডাল মণ্ডলী হচ্ছে এমন একটি মণ্ডলী যে শোনে। অর্থাৎ যে মণ্ডলী বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনতে প্রস্তুত যা গভীরভাবে শোনার দাবী রাখে। সিনোডালিটির প্রতিশ্রুতিশীল ধারণাটি তৃতীয় সহস্রাব্দের মণ্ডলীকে পুনঃনির্মাণের সম্ভাবনাকে ধারণ করে। এই পুনঃনির্মাণের ধারণাটি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এখানে শ্রবণকে মূল চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, এতে সিনোডালিটির পথ খুলে যায়। যাজক শ্রেণী-সাধারণ খ্রিস্টভক্ত এবং পুরুষ-মহিলা বিভাজন শ্রেণীবিন্যাসের যে কাঠামো রয়েছে, তা পরিবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে সিনোডাল প্রক্রিয়ার মহাদেশীয় পর্যায়ের ডকুমেন্টে উল্লেখিত ‘তাঁবুর স্থান বড় করা’র রূপকটি আত্মঘাতীও হতে পারে, কারণ এটি মণ্ডলীর শ্রেণীবদ্ধ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। তাই সিনোডাল মণ্ডলীর একসঙ্গে যাত্রার মূল স্পিরিট ভালোভাবে বোঝা ও উপলব্ধি করা খুবই জরুরী। সিনোডাল মণ্ডলী অন্তর্ভূক্তিমূলক মণ্ডলী হিসাবে খ্রিস্টের দেহরূপ রহস্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যিশুখ্রিস্ট যদি ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতা হন, তবে তাঁর দেহ ও মণ্ডলীর মিলনও একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক বাস্তবতা হওয়া উচিত। মণ্ডলীর একচেটিয়া ও সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করা দরকার এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক খ্রিস্টকে অনুসরণ করে অন্তর্ভূক্তিমূলক মণ্ডলীর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। মণ্ডলীর নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিতরে এবং বাইরে বলতে কিছু নেই, কারণ এটি একটি খোলা বা প্রাচীরবিহীন মণ্ডলী। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মণ্ডলীর সিনোডাল প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ থেকে উদ্ভূত হওয়া দরকার।

সিনোডাল মণ্ডলী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে, কারণ সিনোডালিটি ও একিউমেনিজম উভয়ই একসাথে চলার প্রক্রিয়ায় থাকবে। একসাথে চলার সময় আমাদের সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাধারণ মিলসমূহ খুঁজে বের করতে হবে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকার্য বোঝার জন্য নতুন উপায়ও খুঁজতে হবে। সিনোডালিটি অবশ্যই আধ্যাত্মিক একিউমেনিজম, প্রেম ও সত্যের সংলাপ এবং জীবনের সংলাপকে উৎসাহিত করে। আমাদের মণ্ডলীর পরিচয় ও মিশনকে আরো ভালোভাবে বোঝা ও অর্থপূর্ণ করার জন্য অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি পরিত্রাণের একমাত্র ঐশরিক পরিককল্পনা থাকে, এবং যদি সমস্ত ধর্ম সেই একই পরিত্রাণ পরিকল্পনার অংশীদার হয়, তবে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সকলের সাথে পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করার বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রভু যিশু শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য এ পৃথিবীতে আসেন নি, বরং সকল মানুষের মুক্তির জন্যই তিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

ঈশ্বরের মানুষ-এই ধারণা ও বিশ্বাস আন্তঃধর্মীয় মাত্রার ভিত্তি স্থাপন করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরের মানুষ সমগ্র মানবতাকে অন্তর্ভূক্ত করে। সুতরাং মণ্ডলীর বাইরের লোকদেরও এতে অন্তর্ভূক্ত না করলে সিনোডাল প্রক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ হবে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সিনোডাল জীবনযাপনের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। তারা উভয়ই পরস্পরের কথা শোনা, সমষ্টিগত বিবেচনা ও সমন্বিত কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করে। উভয়ই অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে নম্রতা, সম্মান, মর্যাদা, বিশ্বাস ও উন্মুক্ততার গুণাবলী দাবী করে। উভয়ই ব্যক্তিগত লাভের থেকে সাধারণ লাভকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। খ্রিস্টমণ্ডলীকে বিশ্বাস-জীবনের একটি নতুন অবয়বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দেখানো সেরা পথ হলো ‘সিনোডালিটি’ যা একাধিক ধর্মীয় ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট।

সিনোডাল মণ্ডলীর ধারণাটি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার কেন্দ্রীয় মতবাদ, ‘কমিউনিয়ন’ ও ‘কলেজিয়ালিটি’, ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ‘কমিউনিয়ন’ হলো অতীত ও বর্তমানের বিশ্বাসীদের সাথে একটি সমাজবদ্ধ হয়ে থ াকা; খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় একটি দেহ যা তাঁর মূল শিষ্যদের থেকে এই তৃতীয় সহস্রাব্দের সারা বিশ্বের সকল বিশ্বাসী পর্যন্ত প্রসারিত ও একত্রিত, যা খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার মিলন রহস্যই আমাদেরকে খ্রিস্টের দেহের সাথে মিলনের নিশ্চয়তা দেয়। ‘কলেজিয়ালিটি’ হলো মণ্ডলীর সহকর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে থেকে কাজ করা। অর্থাৎ বিশপ, যাজক ও বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখা। এই ধরণের নেতৃত্বকে বলা হয়- অন্তর্ভূক্তিমূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও টিমওয়ার্ক। এরই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা সিনোডাল ‘ডাইনামিজম’ এর উপর জোর দেয়, যেখানে স্থানীয় মণ্ডলী সর্বজনীন মণ্ডলীকে সেবা করার জন্য পোপ তথা রোমের বিশপের সাথে এপিসকপাল কলেজের সদস্য হিসাবে বিশপগণ নিজ দায়িত্ব পালনের অনুশীলন করে এবং অবস্থান অনুসারে একজনের সভাপতিত্বে সকল দীক্ষাপ্রাপ্তদের অংশগ্রহণ ও সহ-দায়িত্ব পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। স্থানীয় মণ্ডলীতে একটি ডায়োসিসান সিনড যেখানে স্থানীয় ঈশ্বরের জনগণের মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকার্য সম্পর্কে সচেতনতা দান করে ও যোগাযোগ গভীর করে, তেমনি বিশ্বের সর্বজনীন মণ্ডলীতে পোপের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বিশপদের সিনডও ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে গভীর মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যা একটি সিনোডাল মণ্ডলী গঠনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

তবে কথা হচ্ছে কীভাবে আমরা মণ্ডলীতে সকল মানুষকে ‘একসঙ্গে হাঁটতে’, একে

অপরের কথা শুনতে, প্রেরণকার্যে অংশগ্রহণ এবং সংলাপে সক্রিয় হতে আরো সক্ষম করে তুলতে পারি? ধর্মপল্লী পর্যায়ে ছোট খ্রিস্টসমাজে পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী ও বয়স্ক সকলেই পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আহূত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। সিনোডাল প্রক্রিয়া প্রথমত: একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া, তাই পবিত্র আত্মার সাহায্য নিয়েই আমাদেরকে ঈশ্বরের কথা এবং অন্যদের কথা বুঝতে হবে। ধ্যান, প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা এতে অংশগ্রহণ করি এবং নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে অন্যদেরও জড়িত করতে পারি যারা ভিন্নমত পোষণ করে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, একসঙ্গে যাত্রায় পবিত্র আত্মা কী পদক্ষেপ নিতে আহ্বান করে? আমাদের মণ্ডলীর সমাজে আমরা একই রাস্তায় পাশাপাশি আছি। আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীতে যারা ‘একসাথে চলাফেরা করেন’ তারা কারা? যারা একসাথে নাই, আলাদা রয়েছে, তারা কারা? তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে এসে কীভাবে চলার সঙ্গী আমরা বৃদ্ধি করতে পারি? কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যারা সমাজে প্রান্তিক পর্যায়ে আছে, তাদেরকে কীভাবে একসাথে আনা যায় সেই পদক্ষেপই নেয়া দরকার।

শ্রবণ বা শোনা হলো প্রথম ধাপ, এর জন্য প্রয়োজন মুক্ত মন ও হৃদয়। সাধারণ মানুষের কথা শোনার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের শোনার ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বিশেষ করে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিজেদের থেকে আলাদা তাদের কথা গুরুত্বসহকারে শোনা হয় না। এছাড়া যারা দরিদ্র, সামাজিকভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের, যারা বঞ্চিত অনুভব করে তাদের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে একসঙ্গে যাত্রার প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে।

**দ্বিতীয়ত,** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনোডালিটি সম্পর্কে কী বলেন। পোপ মহোদয় বলেন- সিনোডালিটি, মণ্ডলীর একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান, যা আমাদের সামনে মণ্ডলীর ‘হায়ারার্কিক্যাল মিনিষ্ট্রি’ বোঝার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যামূলক কাঠামো উপস্থাপন করে। আমরা যদি বুঝতে পারি, যেভাবে সাধু জন খ্রীজস্তম বলেন, **“মণ্ডলী ও সিনড সমার্থক। যেহেতু মণ্ডলী আর কিছুই নয়, কিন্তু যিশুর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে ঈশ্বরের জনগণকে সাথে নিয়ে ‘একসঙ্গে যাত্রা’;** সেহেতু আমরা এটাও বুঝি যে, মণ্ডলীতে কাউকে একজনের চেয়ে আরেকজনকে উপরে উঠানো যায় না। বরং মণ্ডলীতে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজেকে ‘ছোট’ করা যাতে আমরা ভাইবোনদের সেবা করতে পারি।

তিনি আরো বলেন- সিনোডালিটি হচ্ছে মণ্ডলীর এমন একটি যাত্রা যেখানে আত্মা জড়িত, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা ছাড়া সিনোডালিটি বা সিনোডাল চার্চ হতে পারে না। সিনোডালিটি হচ্ছে মণ্ডলীর প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকাশ, তার স্বরূপ, তার শৈলী বা ভঙ্গি, এবং প্রেরণকার্য। আর এর মূলভিত্তি হলো যাজকীয়তত্ত্বের সারগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত ‘শিষ্যচরিত’। বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে এমন এক মণ্ডলী হয়ে উঠতে হবে, যা দয়া ও মানবতার দৃষ্টিতে দেখে। ঐক্য ও ভ্রাতৃসুলভ মণ্ডলী, যা শোনে ও সংলাপ করে; একটি মণ্ডলী যা আশীর্বাদ করে ও উৎসাহ দেয়, যারা প্রভুর সন্ধান করে তাদের সাহায্য করে, যা মানুষের উদাসীনতাকে নাড়া দেয় এবং বিশ্বাসের সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করার পথ খুলে দেয়। এমন একটি মণ্ডলী যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন; তাই অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত নয় এবং বাহ্যিকভাবে কখনই কঠোর নয়; একটি মণ্ডলী যা যিশুকে অনুসরণ করার ঝুঁকি নেয়; এবং যিশু চান মণ্ডলী এইরূপ হবে।

**তৃতীয়ত,** তাহলে সিনোডাল মণ্ডলী বলতে আসলে কী বুঝায়? এ বিষয়টি সারসংক্ষেপে কয়েকটি ধাপে এভাবে বর্ণনা করা যায়- সিনোডালিটি হলো ‘একসঙ্গে যাত্রা’। একসঙ্গে যাত্রা হচ্ছে: নিজের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর অভিজ্ঞতাসমূহ চারপাশে বসবাসকারী মানুষদের সহযোগিতা ও যত্ন করার কাজে রূপান্তর ঘটানো। এটা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা। আধ্যাত্মিক যাত্রা হচ্ছে এমন একটি যাত্রা যা আপনাকে ‘আপনি কে’ এটা আবিষ্কার করতে পথ দেখায়, এবং পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করার পথ দেখায়। আধ্যাত্মিক যাত্রা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল বলে- “সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ, তোমার নিজের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রেখো না; তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর, তবেই তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন”। সিনোডাল মণ্ডলী হলো এমন এক মণ্ডলী, যে শোনে, যেখানে বিশ্বাসে সকলে এক এবং যেখানে সকলে প্রাবক্তিক প্রেরণকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে- সুসমাচার প্রচারের প্রেরণকর্ম ও মুক্তির শুভ সংবাদ ঘোষণা করে।

**বিশপদের ১৬তম সিনড: ২০২১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ**

প্রতিটি সিনডের একটি নির্দিষ্ট ফোকাস বা থিম থাকে। ষোড়শ সিনডের থিম হচ্ছে- একটি সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। অর্থাৎ এটি সিনোডালিটি থিমের উপর একটি সিনড। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পিরামিডাল থেকে সিনোডাল মণ্ডলীতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং কীভাবে তা করা যাবে তার একটি ধারণা দিয়েছেন। তিনি উল্টো পিরামিডের চিত্র ব্যবহার করে সিনোডাল চার্চের প্রস্তাব করেন। পিরামিডাল মণ্ডলীতে পোপ যা বলেন তা-ই করা হয়; সিনোডাল মণ্ডলীতে পোপ পোপের জায়গায় থাকবেন কিন্তু তিনি মণ্ডলীকে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন, মণ্ডলীর সদস্যদের কথা শোনেন, বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নেন এবং এগিয়ে যান। একটি সিনোডাল মণ্ডলী তখনই হতে পারে যখন এটি বিশপ, যাজক এবং ডিকনদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় যারা পোপ মহোদয়ের প্রদর্শিত সিনোডাল কাঠামোর মধ্যে মণ্ডলীকে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। ‘আমি থেকে আমরা’ হলো সিনোডাল মণ্ডলীর পথ।

পোপ ফ্রান্সিস যে পদ্ধতিতে বিশপদের সিনড পরিচালনা করা হবে তা পূর্বেই পুনর্নবীকরণ করেছেন এবং প্রক্রিয়াটির তিনটি স্পষ্ট পর্যায় স্থাপন করেছেনঃ ১) প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, ২) উদ্‌যাপন পর্ব, এবং ৩) বাস্তবায়ন পর্যায়। প্রথম পর্যায়, যা ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং দু’বছরব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এটি সারা বিশ্বের কাথলিক মণ্ডলী জুড়ে ডায়োসিসান স্তরে ঘটেছিল যাতে সবাই এই সিনোডাল প্রক্রিয়াতে শুনতে, বুঝতে ও অংশগ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মাণ্ডলীক সম্মেলনগুলো একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের জনগণের সাথে পরামর্শ ও অবহিত করে যা ২০২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে বিশপদের সিনডের ১ম অধিবেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আগামী অক্টোবর’২৪ সিনডের ২য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

**পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর উদ্যোগ ও প্রত্যাশা**

সিনোডাল মণ্ডলী হওয়ার জন্য- পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনোডালিটির উপর বিশপদের সিনড সম্মেলন করার জন্য দুই বছরব্যাপী প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেছিলেন, যার মূলসুর হচ্ছে- **সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ।** এগুলো হচ্ছে মূলসুরের তিনটি দিক, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য অপরিহার্য ভিত্তি। যদিও মণ্ডলী স্বভাবগতভাবেই ‘সিনোডাল’ তথাপি সেখানে ঘাটতি রয়েছে; সেজন্য পোপ মহোদয় এই সিনোডাল প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য এটা একটি প্রক্রিয়া, যা একজন বিশপকে সকল ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ থেকে শুরু করে যাজকদের সাথে খোলাখুলি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আলোচনা/পরামর্শ করার সুযোগ করে দেয়।

পুণ্যপিতার প্রত্যাশা আরো যে, সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী মূলসুরের উক্ত তিনটি বিষয়, যথা-মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ, ভালোভাবে বুঝবেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হবেন। শুধু তা-ই নয়, নিজ নিজ সমাজে/স্থানীয় মণ্ডলীতে এর প্রকাশ ঘটানোর জন্য কাজ করবেন। তাই ঐগুলি সম্পর্কে আগে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে।

**মিলন** হলো ভাগাভাগি ও সাহচর্য সম্পর্কিত। মিলন হচ্ছে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, গোড়ামী ও বাদ দেয়ার স্বভাব অতিক্রম করার অনুগ্রহ- যারা ক্ষুদ্রতম, যারা হারিয়ে গেছে, যারা সবশেষে রয়েছে, তাদের কাছে পৌছানো এবং একই খ্রিস্ট সমাজের ছায়াতলে সকলকে নিয়ে আসা। অর্থাৎ একই মূল্যবোধ ধারণ করার মাধ্যমে সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী মিলে এক মিলন-সমাজ গড়ে তুলবেন।

**অংশগ্রহণ** মানে হচ্ছে এটা উপলব্ধি করা যে, আপনি সিনোডাল মণ্ডলীর জন্য একজন অপরিহার্য সদস্য/বিশ্বাসী। প্রকৃত অংশগ্রহণ তখনই ঘটে যখন অন্যরা তার সুযোগ করে দেয়, ভিতর থেকে বন্ধ করে না রাখে। অনেক খ্রিস্টভক্ত মনে করেন, মণ্ডলী পরিচালনার জন্য তো যাজকগণ রয়েছেন, ব্রতধারী-ব্রতধারীনিগণ রয়েছেন; এছাড়া শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রয়েছেন, তারাই তো মণ্ডলীর প্রকাশ বা ধারক-

বাহক। এ পরিস্থিতির দায় অবশ্য সকলেরই। তবে বেশী উদ্যোগী হতে হবে যাজকবৃন্দকেই, কারণ মেষপালকেরই প্রথম দায়িত্ব সকল মেষকে একই স্থানে নিয়ে আসা। সমাজের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে কাজ করতে হবে।

**প্রেরণ** হচ্ছে সামনের দিকে যাওয়া এবং পাঠানো; আমাদের গীর্জা-চত্বর, আচার-আনুষ্ঠানিকতা, বৈষম্য ও বিভক্তির মনোভাব, আক্রমনাত্মক ও দাম্ভিকতা, ঘৃণা ও সহিংসতা থেকে বাইরে যাওয়া এবং প্রভু যিশুর সুসমাচার প্রচার করা; কারণ সুসমাচার প্রচারের জন্যই মণ্ডলীর অস্তিত্ব। তবে একথা সকল খ্রিস্টভক্তকে মনে রাখতে হবে যে, সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী-ই প্রেরণকার্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই দায়িত্ব তারা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে পেয়েছেন। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রভু যিশুর সুসমাচার প্রচারের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। অভিষিক্তজনেরা যেভাবে সরাসরি সুসমাচার প্রচার করেন, সাধারণ খ্রিস্টভক্ত সেভাবে না-ও করতে পারেন, বরং তার দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মাধ্যমে যিশুর সাক্ষ্য দিয়েও সুসমাচার প্রচার করতে পারেন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সিনোডাল প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো মণ্ডলীকে পুনর্নবীকরণ, মণ্ডলীর কাজে সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, মণ্ডলীতে টেকসই ও পুরাতন শাসন পদ্ধতির সংস্কার, মিশনারী ধর্মপ্রচারে জোর দেয়া, এবং প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌছানো। পোপ ফ্রান্সিসের মতে সিনডের উদ্দেশ্য নথিপত্র তৈরী করা নয়, বরং স্বপ্ন রোপণ করা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা, আশার বিকাশ ঘটানো, ক্ষতগুলি বেঁধে দেয়া, একসাথে চলার সম্পর্ক তৈরী করা।

‘সিনড অন সিনোডালিটি’র প্রথম অধিবেশন অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছে। এর দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে অক্টোবর’২৪ খ্রিস্টাব্দে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে পোপ মহোদয়ের মূল আহ্বান হচ্ছে, আমাদের জীবনযাপনটাই যেন ‘সিনোডাল’ হয়ে ওঠে। সেটা হবে প্রকৃত অর্থেই সকলকে নিয়ে মণ্ডলীর যাত্রা।

**সিনোডালিটি’র মধ্যে বসবাস কীভাবে?**

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সিনডের প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে- যারা বিদ্যমান অসাম্য সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের দারিদ্র্য, বাদ দেওয়া এবং প্রান্তিকতার মধ্যে রয়েছেন তারা ভালোবাসা, শ্রবণ ও সান্নিধ্য লাভের আশায় মণ্ডলীর দিকে ফিরে তাকাবে। এই শ্রবণ মণ্ডলীকে দারিদ্য ও প্রান্তিকতার বাস্তবতা বুঝতে এবং ভুক্তভোগীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করবে।

পোপ ফ্রান্সিস আমাদের সকলকে আহ্বান করেছেন কীভাবে সিনোডালিটি’র মধ্যে বসবাস করতে হবে তা শিখতে। কারণ সিনড শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, বা এটা কয়েক বছরের জন্য একটি প্রক্রিয়াও নয়, বরং এটি সিনোডাল জীবন-যাপন শেখার জন্য সকল কাথলিক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের প্রতি একটি আমন্ত্রণ।

স্থানীয় মণ্ডলীগুলো কী কী কাজ করতে পারে তার কিছু প্রস্তাবও সিনড রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- স্থানীয় খ্রিস্টসমাজগুলোতে শ্রবণ ও একসঙ্গে যাত্রার সহযাত্রী হওয়ার চর্চা পালকীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। এছাড়া চ্যারিটিমূলক সেবাকাজ স্থানীয় সমাজগুলোর মাধ্যমে বেশী করে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

পরিশেষে, এক কথায় বলতে গেলে সিনোডালিটি’র মানে হচ্ছে একসাথে হাঁটা, একে অপরের কথা শোনা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পবিত্র আত্মার কথা শোনা। সুতরাং মণ্ডলীতে একজনের অবস্থান বা কাজ বা পেশা নির্বিশেষে মণ্ডলীর মিশন কাজে আত্মনিয়োগ সকল দীক্ষাপ্রাপ্তদের দায়িত্ব। এই মিশনে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের একসঙ্গে যাত্রা করতে হবে, প্রত্যেক সদস্য তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমাদের সকলকে সিনড অনুষ্ঠান, উদ্‌যাপন ও সমবেত সিদ্ধান্তগুলোর উর্ধ্বে উঠে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সিনোডালিটি’র বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে; এবং তা শুধু এই তিন/চার বছর নয়, বা আরো কয়েক বছর নয়, বরং সামনের দিনগুলোতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে ওঠার। তবেই গত কয়েক বছরের পরিশ্রম সার্থক হবে। ৯


**দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড**

স্থাপিতঃ ০১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ, রেজি. নং-০৫, তারিখ: ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ

১ম সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০১ (আইন), তারিখ: ০৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ, ২য় সংশোধিত রেজি. নং-সঅ-০২ (আইন), তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ খ্রিঃ

## নিরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ৪৩ ধারা ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী ২০২০) এর ১০২(২) বিধি মোতাবেক দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লি. সংশ্লিষ্ট।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লি. এর ২০২৩-২০২৪ নিরীক্ষা বর্ষের নিরীক্ষা কার্যক্রম আগামী ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ, রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আরম্ভ করা হবে। সমিতির সকল আমানতকারী, দেনাদার, পাওনাদার এবং সাধারণ সদস্যদের নিকট নিম্নস্বাক্ষরকারী হিসাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁদের সংশ্লিষ্ট বছরে অর্থাৎ ৩০ জুন/২০২৪ তারিখে সমিতি সংশ্লিষ্ট পাওনা বা দেনা যেমন- শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ বা অগ্রিম দেনা ও পাওনা ইত্যাদির (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হয়) স্থিতি নিয়ে সর্বশেষ ১৫/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় এ সমিতির খাতাপত্রে রক্ষিত হিসাবই সঠিক ও চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে এ বিজ্ঞপ্তি জারি/প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এতদুদ্দেশ্যে নিরীক্ষাকালীন সমিতির কোন সদস্য, দেনাদার বা পাওনাদারের নিকট পৃথক যাচাইপত্র বা ভেরিফিকেশন স্লিপ ইস্যু করা হবে না।

০৩/০৯/২০২৪

**মোস্তফা কামাল**
সহকারী নিবন্ধক (নিরীক্ষা-২)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
দলনেতা, নিরীক্ষাদল (২০২৩-২০২৪)
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রিস্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লি.

বিজ্ঞ/২২০/২৪

# শিশুর প্রতিভা বিকাশে অভিভাবক ও শিক্ষকের ভূমিকা

সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরা ভীষণ কৌতূহলী, কর্মঠ ও প্রতিভা সম্পন্ন। তাই শিশুর উপর কোন মানসিক চাপ নয়, প্রয়োজন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। শিশু মনের শক্তি বৃদ্ধি আনন্দঘন শিক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে শিশুদের প্রতিভা বিকশিত হবে। শিশুর প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হয় - বুদ্ধিবৃত্তির, আবেগ, সামাজিক যোগাযোগ ও শারীরিক বৃদ্ধির প্রতিও। একটি শিশুর গঠন শুরু হয় তার মায়ের গর্ভ থেকে। কোন শিশু একা একা গঠিত হতে পারে না, প্রয়োজন অভিভাবকের, আত্মীয়-পরিজনের, শিক্ষকের এবং সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থানের। ধীরে ধীরে শিশু মনোযোগ দিয়ে শোনে ও কথা বলতে শেখে। কথা ও ইঙ্গিতে সাড়া দেয়, শব্দের ও বড়দের অনুকরণ করে, বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, কোন সমস্যার সমাধান করতে চায় ও খেলাধুলায় অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সমাজকে সর্বদা তৎপর থ াকতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই। শিশু- খেলাধুলা, ছোট ছোট কাজ করতে পারা, নিজের জামা- বই পত্র গোছানো, নিজের খাবার খাওয়া ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভে আহূত হয়। কিন্তু আমরা অভিভাবকেরা তাদের অতি আদর করে কিছু করতে না দিয়ে তাদের অলস ও পঙ্গু করে তুলছি।

শিক্ষার্থীর মূল মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্চনীয় শ্রেণি কক্ষেই, পরীক্ষার হলে নয়। শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা ও তা মানা, প্রতিটি পাঠে অংশগ্রহণ করা, আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে বিষয়বস্তু আয়ত্ব করা অতীব জরুরী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আনন্দহীন শিক্ষা, শিক্ষা নয়, যে শিক্ষায় কোন আনন্দ নেই সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না।" শিক্ষকদের প্রয়োজন অভিভাবকের ন্যায় আদর ভালোবাসা, ধৈর্য্য, স্নেহ দিয়ে আনন্দ সহকারে শিশুদের শ্রেণি কক্ষে পাঠ দান দেওয়া। মাদার তেরেজা বলেছেন, " কত বেশি করলে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কতটুকু দরদ, ভালোবাসা নিয়ে করলে সেটা হল মূল বিষয়"। শিশুর বিকাশের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন : ১) শারীরিক বিকাশ ২) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ৩) ভাষাগত বিকাশ ৪) সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ।

শিশুর বিভিন্ন স্তরে বিকাশ হতে থাকলে সে ক্রমান্বয়ে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বনির্ভরতার দিকে ধাবিত হয়। শিশুর বিকাশগত পরিবর্তন জীন ও গর্ভকালীন নানা প্রকারের অনুসঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষকের কাজ হল শিশুর ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা। শিশুর মনোবিজ্ঞানে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে - অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই। তা হল - শিশুরা অপরিসীম কৌতুহলী ও জিজ্ঞাসু প্রকৃতির হয়, নিরাপত্তা প্রত্যাশী হয়, অপরিমেয় শক্তির আধার হয়, স্বীকৃ তি - আদর, ভালোবাসা প্রত্যাশী, তাদের মনোযোগ স্বল্পস্থায়ী। তাদের মধ্যে আগ্রহের ভিন্নতা রয়েছে। কেউ গাইতে, ছবি আঁকতে, নাচ করতে, বই পড়তে, অভিনয় করতে, কাজ করতে, খেলার ছলে রান্না করতে আরো অনেক বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায়। যে যেটা করতে ভালোবাসে সেটাতে তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আবার দেখা যায় সবাই সমান পারে না, সামর্থ্যের ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেক শিশুই অনন্য। শিখন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা রয়েছে- কেউ শুনে ভালো শেখে, কেউ দেখে, কেউ দলে আবার কেউ একা ভালো শেখে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনেক সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা গাণিতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে শেখে। অন্যের মতামতের সম্মান ও অনুধাবন করতে শেখে। শিশুরা অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করে, আমরা বড়রা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। কিন্তু তাদের এই কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে থাকি।

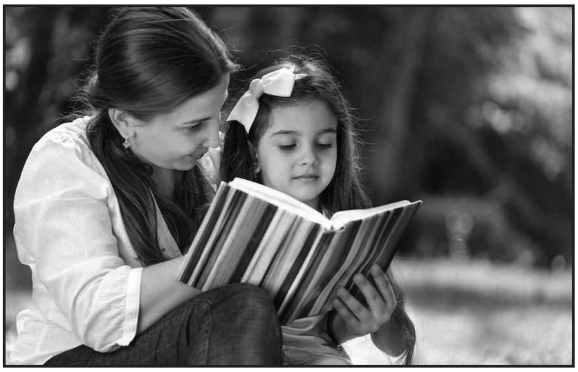

শিশু সুরক্ষার প্রতি সব সময় গুরুত্বও নিশ্চিত করতে হবে। শিশু সুরক্ষা, যাকে শিশু কল্যাণও বলা হয়, যা হল সহিংসতা, শোষণ, অপব্যবহার এবং অবহেলা থেকে শিশুদের রক্ষা করা। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় "শিশু আইন"। শিশু বলতে আমরা বুঝি ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের কয়েকটি মূলনীতি করেছেন - তা হল: বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চিত্ত বিনোদনের অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার। এছাড়াও রয়েছে বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ। শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিশুদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশু সুরক্ষার প্রাথ মিক লক্ষ্য হল নিশ্চিত করা যে, সমস্ত শিশু নিরাপদ এবং ক্ষতি বা বিপদ থেকে মুক্ত কিনা। অনেক সময় একটি শিশু পরিবারে এমন কি বিদ্যালয়েও বিভিন্নভাবে নিরাপত্তাহীনতার ও নির্যাতনের স্বীকার হতে পারে। শিশু শারীরিক, মানসিক, মৌখিক এবং যৌন হয়রানিরও সম্মুখীন হয়। আর এই ধরনের ঘটনা খুব হামেশাই লক্ষ্য করা যায়। পরিবার ও বিদ্যালয়ে ভাল স্পর্শ/ খারাপ স্পর্শের প্রতি সঠিক শিক্ষা দিতে হবে বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের, যেন তারা ছোট বয়স থেকে নিজেদের হিংস্রতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। শিশুকে সুরক্ষায় এবং ভাল সুস্থ সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম পিতামাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতাকে দেখতে হবে তার

সন্তান সঠিক পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে কিনা, রুচিশীল পোশাক পরিধান করছে কিনা, ভয়-দ্বিধাহীন আনন্দপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারছে কিনা। স্বাস্থ্য সম্মত বসবাসের উপযোগী বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। ভালোবাসা, সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রশংসা, চিত্ত-বিনোদন, খেলাধুলা করার সুযোগ করে দিতে হবে। শিশু শ্রম শিশু আইনের নীতি বিরুদ্ধ, তারপরও আমাদের দেশে অনেক শিশু শ্রম ও শিশু পাচার দেখা যায়। অনেক বাসা বাড়িতে, দোকানে, কারখানায় শিশু শ্রমের নির্যাতিত ঘটনা উল্লেখিত।

শিশুদের মাঝে ইতিবাচক মনোভাবের উদ্দীপনা জাগালে তারা ভাল কিছু করার প্রতি উৎসাহিত হয়। তাদের ভাল লাগা, খারাপ লাগার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব ও সৃজনশীল কাজে তৎপর করতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ হলো মানব জীবনের শিল্পকলা। মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে তাদের সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষক হলেন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার্থীদের মাঝে চিন্তার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। যেন তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে পারে এবং জীবন গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। বড় এবং গুরুজনদের সম্মান করা এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের জানার ও শেখার চেষ্টার প্রশংসা করতে হবে। অনেক সময় তারা খেলার ছলে রান্না করা, গাড়ি চালোনো, শিক্ষক সাজা, ডাক্তার সাজা ইত্যাদি করে থাকে। তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্যই বর্তমানে স্কুলে ক্ষুদে ডাক্তার সেজে চিকিৎসা করার অভিনয় করতে দেখা যায়। শিশুরা অনেক সময় ভুল করে। এই ভুলগুলোর জন্য তাদের কষ্ট বা আঘাত দিয়ে কিছু বলে ভয় দেখালে তাদের প্রতিভা বিকাশে বাঁধা আসে। ভুলগুলোকে তার শিক্ষার অংশ হিসেবে শিক্ষক কিংবা অভিভাবকদের দেখা উচিত। বরং ভুল করলে বাচ্চাদের ভবিষ্যতে সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ে। প্রতিভাবান শিশুরা নতুন নতুন কিছু শিখতে চায় ও চ্যালেঞ্জ নিতে চায়। তারা তাদের নিজের গতিতে শিখতে চায়। এই প্রসঙ্গে ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জাঁক রুশো বলেছেন, "শিক্ষা হলো শিশুর স্বতঃস্ফূত আত্মবিকাশ"। জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আজকের এই শিশুরা। আপনার সন্তানকে ভাল করে তৈরি করতে হলে তাকে একটি সুখী ও সুন্দর জীবন দিতে হবে। শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কঠোর শাসন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকূল পরিবেশ শিশুকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেয়। আনন্দের মাঝে শিশু শিখতে চায়। আনন্দ ও শিশু বান্ধব অনুকূল পরিবেশ ব্যতিত শিশুর প্রতিভা বিকাশ অসম্ভব।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা (অভিভাবক ও শিক্ষকরা) হলাম শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের হাতিয়ার, যে লাঠির মধ্য দিয়ে তাদের গুণগুলো বিকশিত করে একটি প্রকৃত সুন্দর মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করবে। প্রতিভাগুলো বুঝে তা বের করে আনতে হবে এবং ফোটার জন্য সুন্দর সুযোগ করে দিতে হবে। ৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

**"মৃত্যু নিয়ে জীবনের থাকুক না যতই শঙ্কা-সংশয়**
**মৃত্যুর হাত ধরেই সূচিত জীবন এ বিশ্বাসে ধরা হউক নির্ভয়।"**

**প্রয়াত দিপালী ডলোরীটা পালমা**
জন্ম : ৪ আগস্ট, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া (পজুগ বাড়ি)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

দেখতে-দেখতে চলে এলো ২০ সেপ্টেম্বর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি চলে গেছ পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে। তোমার শোক বয়ে কিভাবে যে ১২টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি।

তারপরও বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাঁর বাগানের সেরা ফুলটিই তুলে নিয়েছেন তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার জন্য। আজ এই বিশেষ দিনটিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সর্বদাই তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখেন এবং তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন আমরা সর্বদা মিলে-মিশে একে-অন্যকে ভালোবেসে আগামী দিনগুলো তোমার আদর্শে অতিবাহিত করতে পারি। তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো।

**শোকার্ত পরিবারের পক্ষে**
**স্বামী : অনিল ফ্রান্সিস গমেজ**

বিপ্র/২১৭/২৪

# প্রসঙ্গ: বাড়ির খেতাবি নাম ও নামকরণের ইতিহাস

সাগর কোড়াইয়া

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার মথুরাপুর, বোর্ণী, বনপাড়া, ভবানীপুর, ফৈলজানা ও গোপালপুর ধর্মপল্লীর প্রায় অধিকাংশ খ্রিস্টভক্তদের আদিনিবাস হচ্ছে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল; অর্থাৎ নাগরী, তুমিলিয়া, দড়িপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া এবং মঠবাড়ি ধর্মপল্লী। আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে গাজীপুরের ভাওয়াল অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তগণ তাদের জীবনের অবস্থা পরিবর্তন এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে পাবনা জেলার মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গাজীপুরে থাকাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে রাজশাহীতে এসে বসতি গড়ে তোলার পর খ্রিস্টভক্তদের নিজ বা পিতৃকর্ম, পেশা, আচার-আচরণ বা অন্যান্য কারণে বিভিন্ন খেতাবি নামে ডাকা হতো। আর এ খেতাবি নামগুলো এমনই জনপ্রিয়তা পায় যে তাদের নিজ খেতাবি নাম দ্বারাই বাড়ির নামকরণ হয়ে যায়। ভাওয়াল অধ্যুষিত গাজীপুরের ধর্মপল্লীগুলোর অনেক বাড়ির খেতাবি নামের সাথে তাই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার বাঙালি খ্রিস্টানবাড়িগুলোর নামের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ ভিকারিয়ার ধর্মপল্লীগুলোতে এ রকম বহু বাড়ির খেতাবি নাম রয়েছে। তবে আমরা অধিকাংশই বাড়ির খেতাবি নামগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস জানি না। শুধুমাত্র নামের সাথেই পরিচিত। আর নাম না জানাটাই স্বাভাবিক; কারণ উৎপত্তির ইতিহাস কোথাও লিখিতাকারে নেই; বরং ইতিহাসগুলো লোকশ্রুতি হিসাবেই প্রচলিত। এমনকি লোকের মুখে প্রচলিত হয়ে অবশেষে এমন রূপ লাভ করেছে যেখানে হয়তোবা আসল ইতিহাস হারিয়ে যাবার পথে। এই লেখার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভিকারিয়ার ধর্মপল্লীগুলোতে অবস্থিত প্রচলিত খেতাবি বাড়ির নামকরণের ইতিহাস তুলে আনার প্রচেষ্টা করেছি।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর প্রতিটি গ্রামেই খেতাবি নামের বাড়ি রয়েছে। পল গমেজ নাগরী ধর্মপল্লীর বাগদী গ্রাম থেকে ১৯২০/২১ খ্রিস্টাব্দের দিকে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার লাউতিয়া গ্রামে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তিনি পলু শিকারী নামেই পরিচিত ছিলেন। পল গমেজ শিকারের উদ্দেশে এসে এ এলাকায় থেকে যান। পরবর্তীতে তাঁর এ শিকারের নেশার কারণে বাড়ির নামই হয়ে যায় শিকারী বাড়ি বা শিহারী বাড়ি। বর্তমানে কাতুলী ও লাউতিয়া গ্রামে পলু শিকারীর পরবর্তী প্রজন্মের বাস। '১৬৭০ থেকে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম প্রচারক দোম-আন্তনীও ডি'রোজারিও কর্তৃক রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের প্রথম দীক্ষিতদের প্রজন্মের তিন ভাই পাচু দোম-আ, ফেচু দোম-আ ও গাছু দোম-আ গমেজ পদবী গ্রহণ করে দীক্ষা নেন। আর দোম-আ নেবার পিছনে দোম আন্তনীও ডি'রোজারিও কর্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াও কারণ হতে পারে। দোম আন্তনীও যেহেতু ভূষণার রাজপুত্র তাই তিনি দীক্ষা লাভ করার পর পর্তুগীজ শব্দ দোম অর্থাৎ রাজপুত্র শব্দটি রেখে দেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধারণা করা হয় দোম-আন্তনীওর নামানুসারেই দোম-আ বা দোমা গোষ্ঠির উৎপত্তি' (দ্রষ্টব্য: দোম-আ বংশাবলী- ২০১৮, বীরমুক্তিযোদ্ধা ইগ্নাসিউস গমেজ (ইনু মাস্টার)। উপরোক্ত ইতিহাস বিতর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাও ফেলে দেবার নয়। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে ধনী বংশ থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেছে বলে শোনা যায় না। হিন্দু ধর্মের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য তথাকথিত নিঁচু জাত বিশেষভাবে মুচি, তাঁতী, চামার, নাপিত, ডোম, জেলে ও অন্যান্য অবস্থা থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করে। দীক্ষা লাভের পর প্রথমদিকে অনেকেই তাদের পুরানো পেশা ছাড়তে যে পারেনি তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আবার পর্তুগীজ পুরোহিতগণ নতুন দীক্ষা দিয়ে নিজেদের পদবীগুলোই দীক্ষার্থীদের প্রদান করেছেন। তাই দোম যেহেতু একটি পেশা আর খ্রিস্টানগণ দীক্ষা নেবার পূর্বে ও পরে অনেকেই ডোম পেশার সাথে জড়িত ছিলেন বিধায় ডোম শব্দটি যে অপভ্রংশ হয়ে ডোমাতে রূপান্তরিত হয়েছে তা গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়।

জগতলা গ্রামে ঘানি বাড়ির অবস্থান। নাগরী গ্রামের লুদুরীয়াতে কানু কোড়াইয়া ঘানি ভাঙ্গানো (গরু দিয়ে সরিষার তেল ভাঙ্গানো) পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে কানু কোড়াইয়ার ছেলে পেদ্রু কোড়াইয়া জগতলা এসে বসতি স্থাপন করার পর ঘানি পেশার সাথে জড়িত থাকায় তার বাড়ির নাম হয় ঘানি বাড়ি। মথুরাপুরের খরবাড়িয়াতে কাদেরমার বাড়ির অবস্থান। রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে থাকাকালীন কাদেরমার বাড়ি নামকরণ করা হয়। কাদেরমার বাড়ি নামকরণে দু'টি ইতিহাস জানা যায়। একজন মুসলিম মহিলা কাদের নামক তার সন্তানকে কোলে করে নিয়ে সে বাড়িতে কাজ করতে আসতেন বিধায় কাদেরমার বাড়ি। আরেকটি হচ্ছে- যে জায়গায় কাদেরমার বাড়ির অবস্থান সে জায়গা নাকি কাদের নামক একজন মুসলিম ব্যক্তির মায়ের জায়গা ছিলো। পচা পালমা রাঙ্গামাটিয়ার কাদেরমার বাড়ি থেকে খরবাড়িয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। শব্দের অপভ্রংশের কারণে একটি শব্দ যে তার আগের অবস্থানে থাকে না তার প্রমাণ হচ্ছে চুরেগো বাড়ি। চর এক সময় চৌরাতে এবং পরবর্তীতে চুরে পরিণত হয়। কথিত রয়েছে যে, চুরেগো বাড়ির পূর্বপুরুষ কেউ শৈলপুর ধর্মপল্লীর নিকটবর্তী পদ্মা নদীর চরে বাস করতেন। পরবর্তীতে পদ্মায় চর ডুবে গেলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর বড় সাতানীতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। রাঙ্গামাটিয়া থেকে মথুরাপুরে এসে বসতি গড়ে তুললেও চুরেগো বাড়ি নাম মুছে যায়নি; যা আজও পর্যন্ত প্রচলিত। খরবাড়িয়া গ্রামে পাদাগো বাড়ির অবস্থান। লোকশ্রুতি রয়েছে- রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোট সাতানীতে পূর্বপুরুষ কেউ একজন নাকি জনসমাবেশে পাদ (বায়ু ত্যাগ) দিয়েছিলেন বিধায় সবাই পাদাগো বাড়ি নামকরণ করেন। পাদাগো বাড়ির জন, আগস্টিন ও আন্তনী কস্তা তিন ভাই খরবাড়িয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। যারা মদ বানানো পেশার সাথে জড়িত তাদের হুড়ি বলা হয়। মথুরাপুর ধর্মপল্লীর খরবাড়িয়া, গোয়ালবাড়িয়া, বোর্ণী ধর্মপল্লীর দিঘইর ও বনপাড়া ধর্মপল্লীর বাহিমালিতে হুড়িদের বাড়ির অবস্থান। হুড়িদের বাড়ি নয়াবাড়ি নামেও প্রচলিত। কালু কস্তা (পণ্ডিত) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর দেওলিয়া গ্রামে বাস করতেন। তার প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি ছিলো। কালু কস্তার শরীরের শক্তি দেখে অনেকে বলতো ওর মহিষের মতো শক্তি।

আর এরপর থেকে বাড়ির নাম হয়ে যায় মইশান (মহিষান) বাড়ি। কালু কস্তার ছেলে আন্তনী কস্তা (মাষ্টার) খরবাড়িয়াতে এসে বসতি গড়েন। ডাঙ্গির বাড়ির নামকরণের পরবর্তী ঘটনা বেশ হাস্যরসাত্মক। ডাঙ্গির বাড়ি নাম পরিবর্তনের অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। তবে যার কারণে ডাঙ্গির বাড়ি নামকরণ হয়েছে বাবু রোজারিও ছিলেন রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর বড় সাতানী গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তিনি পালতোলা নৌকা ও লোকজন নিয়ে ব্যবসা করতে বের হতেন। একবার ঝড়ে নৌকার বাদামের লাঠি (ডাং নামেও পরিচিত) ভেঙ্গে যায়। বাবু রোজারিও নাকি চিৎকার করে বলেন, ডাং ভেঙ্গে গিয়েছে! আর এর পর থেকে ডাং শব্দটি ডাঙ্গিতে রূপ লাভ করে। মথুরাপুরের উত্থলী, বোর্ণী ও বনপাড়াতে ডাঙ্গির বাড়ি রয়েছে।

ডাল্লাগো বাড়ির নামকরণের দু'টি ঘটনা প্রচলিত। রাজু রোজারিও জয়রামবের গ্রামে বাস করতেন। তিনি ও তার সন্তান টমাস রোজারিও নৌকাযোগে ডালায় করে পেঁয়াজ, রসুন বিক্রি করতেন বিধায় ডালা শব্দটি এক সময় ডাল্লাতে রূপ লাভ করে। আবার আরেকটি ঘটনা হচ্ছে- ডাল্লাগো বাড়ির একজন নাকি জাহাজে চাকুরী করতেন। একদিন টাকা পানিতে ভিজে গেলে ডালায় ভেজা টাকা দিয়ে রোদে শুকাতে দেন বিধায় ডালা থেকে ডাল্লাগো বাড়ি। ক্যারালী গমেজ রাঙ্গামাটিয়ার ছোট সাতানী থেকে ভাদড়া গ্রামে এসে বসতি গড়েন। তারপর ভাদড়া গ্রাম থেকে নাটোর জেলার কোন এক স্থানে বসতি গড়েন; পরবর্তীতে নাটোর থেকে মানগাছা ও অবশেষে আবার মথুরাপুরে এসে বাস করেন। যেহেতু তার নাম ক্যারালী তাই জনগণ ডাকার সুবিধার্থে ক্যারালীকে কেরাইল্লে নামে ডাকতে থাকেন। অতঃপর ক্যারালী থেকে কেরাইল্লে বাড়ি। কাইতানু গমেজ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে অবস্থানকালীন কারো বাড়িতে কাজের চুক্তি নিলে সব সময় ফাঁকি দিতেন। গ্রামীণ আঞ্চলিকতায় এই ফাঁকি দেওয়াকে বলা হয় ফইচকে যাওয়া। অবশেষে কাইতানু গমেজের নাম এই ফাঁকি দেওয়া থেকে ফইচকে এবং অবশেষে হয় ফঁচ্কা; অতঃপর ফঁচ্কারবাড়ি। কাইতানু গমেজের ছেলে জুজু গমেজ রাঙ্গামাটিয়া থেকে ভাদড়া গ্রামে বসতি গড়েন। বোর্ণী, বনপাড়া ও ভবানীপুর ধর্মপল্লীতে ফঁচ্কার বাড়ির অবস্থান। গেদা ইসিদোর কস্তা খুবই দ্রুত গতিতে হাঁটাচলা করতেন। একবার তিনি চাটমোহর রেলস্টেশন থেকে অনেকের সঙ্গে হেঁটে বাড়িতে আসছিলেন। তিনি আগেই বাড়িতে চলে আসেন। অন্যরা আর তাকে খুঁজে পায় না। সকলে বলাবলি করতে থাকে ওতো বাতাসের আগেই বাড়িতে চলে গিয়েছে। এরপর থেকে গেদা ইসিদোরের বাতাস এবং বাড়ির নামকরণ হয় বাতাসের বাড়ি। গেদা ইসিদোর কস্তা তুমিলিয়া ধর্মপল্লী থেকে মথুরাপুরে বসতি গড়েন। জোলা বলা হয় যারা সাধারণত কাপড়ের ব্যবসা করে। তবে জোলা বাড়ির নামকরণ হয়েছে অন্য কারণে। ধারণা করা হয় পূর্বপুরুষ কেউ সব কিছু ভুলে যেতো বলে জোলা (বোকা) ডাকা হতো; তারপর জোলা থেকে জোলাবাড়ি। লুকাশ পালমা (জোলা) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী থেকে মানগাছাতে এসে বসতি গড়েন। পরবর্তীতে কাতুলী গ্রামে চলে আসেন। ঠাকুর বা ঠাহুর বাড়ির নামকরণ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বাঙ্গালহাওলা থেকে মথুরাপুর এসে বসতি গড়ার পর করা হয়। তুমিলিয়াতে থাকাকালীন বাড়ির নাম ছিলো গাইয়েন বাড়ি। মাইকেল রোজারিও আসর জমিয়ে খুবই ভালো গল্প বলতে পারতো। আসর জমানোটা মনে হতো যেন হিন্দু ঠাকুরের পূজা-অর্চনার মতো। গল্প শোনার জন্য শ্রোতারাও সব সময় অপেক্ষায় থাকতো। মাইকেল রোজারিও গল্পের আসরে এলে উপস্থিত শ্রোতারা নাকি বলতো, এই যে ঠাকুর বা ঠাহুর এসেছে এবার গল্প শুরু হবে। আর এই ঠাকুর বা ঠাহুর থেকেই পরবর্তীতে ঠাহুর বা ঠাকুর বাড়ির নামকরণ। মানুষের পেশার কারণেও বাড়ির নামকরণ হয়েছে; যেমন গাছি বাড়ি। ফ্রান্সিস রোজারিও প্রতি শীতের ঋতুতে খেঁজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরী করতেন। আর যারা খেঁজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তাদের গাছি বলা হয়। আইড়াগো বাড়ি নামকরণের পিছনেও ঘটনা রয়েছে। গাজীপুরে থাকাকালীন আইড়াগো বাড়ির লোকজন আইড়া বা বলদ (গরু) পালন করতেন বিধায় আইড়াগোবাড়ি। মথুরাপুরের গোয়ালবাড়িয়া, বোর্ণী ধর্মপল্লীর বাগবাচ্চা, পারবোর্ণী ও ভবানীপুরের শ্রীখণ্ডি গ্রামে আইড়াগোবাড়ির অবস্থান। গাজীর বাড়ির নামকরণের ইতিহাস জানা যায়নি। তবে আমরা জানি যে, ইসলাম ধর্মের শিক্ষানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলে শহীদ আর জীবিত থাকলে গাজী। এছাড়াও গ্রাম-বাংলায় গাজীর গান বলতে এক প্রকার গানের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং গাজীর বাড়ির নামকরণে এ দুটি কারণের একটি সংযুক্ত বলে ধারণা করা যেতে পারে।

বোর্ণী ধর্মপল্লীর পারবোর্ণী গ্রামের সবচেয়ে প্রচলিত বাড়িগুলোর নাম হচ্ছে বৈরাগী বাড়ি, স্যাণ্ডাইল বাড়ি, খাড়াস বাড়ি (খাটাস বাড়ি), কানার বাড়ি, নকীর বাড়ি। এ বাড়িগুলোর নামকরণের ইতিহাসও বেশ আকর্ষণীয়। বৈরাগী বাড়ির নামকরণ হয়েছে পূর্বপুরুষ এ্যালেন কস্তার কৃতকর্মের জন্য। এ্যালেন কস্তা বাস করতেন মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর ভাসানিয়া গ্রামে। এক সময় এ্যালেন কস্তা দড়িপাড়া গ্রামে (বর্তমানে ধর্মপল্লী) মেয়ের বাড়িতে যান। একদিন তিনি প্রকৃতির কাজ সম্পন্ন করে বদনা (নোডা) হাতে নিয়ে ফিরছিলেন। আর তাই দেখে বেয়াইন (মেয়ের শাশুড়ী) বললেন, "দেখ তো যেন বৈরাগী আসছে" (বৈরাগী হচ্ছে হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়; যারা সব সময় হাতে পাত্র নিয়ে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায়)। এরপর থেকে এ্যালেন কস্তার খেতাবি নাম হয়ে যায় বৈরাগী। অতঃপর বৈরাগী বাড়ি; যা আজও বিদ্যমান। এ্যালেন কস্তার ছেলে বিছান্তি কস্তা ভাসানিয়া গ্রাম থেকে এসে পারবোর্ণী গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে এ্যালেন কস্তাও পারবোর্ণীতে ছেলের কাছে চলে আসেন। বলা চলে পারবোর্ণী গ্রামে বৈরাগী বাড়িই প্রথমদিককার বসতি। পরবর্তীতে বৈরাগী বাড়ির অনেকেই পারবোর্ণী গ্রামে বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলেন। নকীর বাড়ির বংশধরগণ বৈরাগী বাড়িরই অংশবিশেষ। ফ্রান্সিস কস্তা (বৈরাগী) নকী নামক একজন মুসলমান লোকের জমিতে বসতি গড়ে তোলাতে ফ্রান্সিস কস্তার বৈরাগী খেতাবি বিলুপ্ত হয়ে বাড়ির নাম নকীর বাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্যান্নাল হিন্দুদের একটি পদবী। বর্তমানে পারবোর্ণীতে যেখানে স্যাণ্ডাইল বাড়ি সেই জায়গা স্যান্নাল পদবীযুক্ত এক হিন্দু লোকের অধীনে ছিলো। পরবর্তীতে আন্তনী মোংলা (স্যাণ্ডাইল) সেই জায়গা ক্রয় করে বসতি গড়ে তোলাতে সেই বাড়ি স্যান্নাল পদবীর অপভ্রংশ স্যাণ্ডাইল নামে পরিচিতি লাভ করে। বোর্ণীতে বসতি স্থাপন করার পর যে বাড়ির খেতাবি নাম সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে তা হলো খাড়াস বা খাটাস বাড়ি। পিতর ও নিকোলাস রোজারিও'র বাবা খাকুড়ি রোজারিও ভাওয়াল থেকে এসে পারবোর্ণীতে বসতি গড়ে তোলেন। খাকুড়ি একবার ধনিয়া চাষ করেন। সে বছর ধনিয়ার দাম কম হওয়াতে তিনি ধনিয়া বিক্রি করতে চাইলেন না। তাই দেখে নাকি একজন বেপারী বললো, "এ কোন খাটাস রে!" এরপর থেকে খাকুড়ি রোজারিও'র বাড়ির নাম খাটাস বা খাড়াস বাড়িতে রূপ লাভ করে। বর্তমানে খাড়াস বাড়ির বংশধরগণ পারবোর্ণী গ্রাম ছাড়িয়েও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সুইহারী ধর্মপল্লীর

গোসাইপুর গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। আন্তনী রোজারিও নাগরীর তিরিয়া গ্রাম থেকে এসে পারবোর্ণী গ্রামে বসতি গড়েন। আন্তনী রোজারিও'র সংগীতের প্রতি আগ্রহ ছিলো বেশ। একবার দো-তারা মেরামত করার সময় দো-তারার তার ছিঁড়ে চোখে লাগে। সবাই বলতে থাকে, "কিরে আন্তনী তোর চোখ তো কানা হয়ে গিয়েছে"! আর এরপর থেকে আন্তনী রোজারিও'র নাম হয়ে যায় কানা আন্তন। আদৌ তিনি কানা বা অন্ধ ছিলেন না। কানার বাড়ি বোর্ণী ধর্মপল্লীর পুরনো অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম।

ভক্তবাড়ি বোর্ণী ধর্মপল্লী তথা কাশিপুর গ্রামের পুরনো বসতি। ভক্তবাড়ির নামকরণের ইতিহাস বেশ পুরাতন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে বংশগুরু উদপ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। সেই সময় নাগরীর গির্জা ছিলো ছনের ছাউনিতে ঘেরা। রাত হলে গির্জার চালে বড় বড় ঢিল পড়তো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। প্রচার হয়ে পড়ে যে এ ভৌতিক কাণ্ড। এই ঢিল দেওয়া বন্ধের জন্য উদপ নিজের ইচ্ছায় পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র একরাত্রি রোজারিমালা প্রার্থনা করে এই ভৌতিক কাণ্ড বন্ধ হওয়ায় উদপ রোজারিও'কে ভক্ত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের বাড়িগুলোকে ভক্তবাড়ি নামেই আখ্যায়িত করা হয়। আগষ্টিন পিউরীফিকেশনের বাড়ি ছিলো নাগরীর ছাইতান গ্রামে। তিনি চুক্তি হিসাবে অন্যের বাড়িতে ঘর ছাউনি বাঁধার কাজ নেন। কিন্তু অল্প কাজ করেই আগষ্টিন পিউরীফিকেশন শুধু বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকতেন। এভাবে অনেকদিন কেঁটে যাবার পর বাড়ির মালিক বললেন, কিরে আগষ্টিন আর কত হুবি (ঘুমাবি)? আর এরপর থেকে আগষ্টিন পিউরীফিকেশনের নাম হয়ে যায় হুবি। পরবর্তীতে আগষ্টিন পিউরীফিকেশনের ছেলে ফ্রান্সিস (ফরান) পিউরীফিকেশন কাশিপুর গ্রামে এসে বসতি গড়লেও হুবি খেতাবি নামেই পরিচিতি পান। আর হুবির বউ হুইবানি নামে পরিচিত হন।

তারা ক্রুশ ও সাধ্বী আন্নার বাড়ি ছিলো দড়িপাড়া গ্রামে (বর্তমানে ধর্মপল্লী)। তারা ক্রুশ মারা গেলে সাধ্বী আন্না জীবিকা নির্বাহের জন্য মোয়া তৈরী করে বিক্রি করতো। আর এক সময় সাধ্বী আন্না মোয়া-অলি নামেই পরিচিতি লাভ করে। আর এ মোয়া অলি শব্দটি এক সময় মোয়ালিতে রূপ লাভ করে। বর্তমানে দিঘইর গ্রামে মোয়ালিদের বাড়ির অবস্থান। এছাড়াও বনপাড়া গ্রামের ছাইতানগাছা গ্রামেও মোয়ালিদের বাড়ি রয়েছে। গোছাল বাড়ির নামকরণে দ্বিমত বিদ্যমান। তবে অনেকের মতে গোছাল বাড়ির পূর্বপুরুষগণ ভারত থেকে এসেছেন। বংশধরদের মধ্যে কেউ বা কারা ঘোষের (যারা দুধ দিয়ে পানিয় বা মিষ্টি তৈরী করে) পেশায় নিযুক্ত ছিলেন বিধায় ঘোষ থেকে গোছাল নামকরণ হয়েছে। আবার কারও মতে, পূর্বপুরুষ কেউ নাকি প্রচুর গোছ (মাংস) খেতে পারতেন। আর গোছ (মাংস) খেতেন বলেই নাকি নামকরণ হয়েছে গোছাল বাড়ি। বংশের পূর্বপুরুষ নসু গোছাল চড়াখোলা থেকে এসে সর্বপ্রথম কুঠিবাড়ি গ্রামে বসতি গড়েন। বর্তমানে দিঘইর গ্রামে গোছাল বাড়ির অবস্থান। রাফায়েল কস্তা নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরাতে ফাদারের জমিদারীতে কেরাণীর কাজ করতেন বিধায় পরবর্তীতে তাকে সবাই কেরাণী বলে ডাকতো। কেরাণী থেকে অতঃপর কেরাণী বাড়ির নামকরণ। ছিটকীগাড়ি গ্রামে কেরাণী বাড়ি রয়েছে। রাফায়েল কস্তা বোর্ণী ধর্মপল্লীর ব্যক্তি; যিনি তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বালির বাড়ির অবস্থান ছিটকীগাড়ি গ্রামে। ব্যালেস্টাইন নামের অপভ্রংশ হচ্ছে বালি। **(চলবে...)**


# নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ
## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | |

[illegible]

বিপ্র/২১৯/২৪

গল্প

# বিন্নির দিনরাত্রি

## সুনীল পেরেরা

তরু জোলা এক মনোরম সন্ধ্যায় বাড়ির দাওয়ায় বসে ধুমপান করছে। দিনের ক্লান্তি তামাকের ধোঁয়ায় উবে যাচ্ছে। মুখে তার ম্লান সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। এ সময় একটা গাট্টাগোট্টা বেজো লোক এসে অদূরে দাঁড়ায়। ঠিক বাজপড়া পুরোনো গাছের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ছেঁড়াফাঁটা করকরে চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। আগুনের হল্কার মতন নিঃশ্বাস টানছে জ্বরের ঘোরে। ওর নাম রাফু, এ বাড়ীর চাকর। রাফুর বাবাও এককালে এ বাড়ীতে বছর কাবারি চাকর ছিল।

জ্বরের কাঁপুনি দেখে তরু জোলা চরম বিরক্তিতে খেঁকিয়ে ওঠে। গড়গড়ে গলায় বলে, আবার জ্বর বানাইছস? অহন জমিনে হাল দিব কেডা। তর বাপেরে ক, তর বদলি হাজিরা দিতে।

রাফু অসহায়ের মত চলে যাচ্ছিল। ঔষধের টাকার কথা বলার সাহসই পেলো না। এই জ্বর কাঁপুনি নিয়েই কাল ভোরে হাল নিয়ে জমিতে যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে পড়ন্ত বিকেল। মালিক আবার হুংকার ছাড়ে। কামের মাইয়াডারে ক শেওড়া পাতা ছেইচ্চা দিতে। রসটা গরম কইরা খাইলেই জ্বর সাইরা যাইব। রাফু ঘাড় হেলিয়ে চলে যায় নীররে।

তরু জোলার আরেকটা পরিচয় আছে। ইদানিং তাই জোলা শব্দটা কেউ আর বলে না। একবার মেম্বার পদে নির্বাচন করে অল্প ভোটে হেরে যায়। সেই থেকে অনেকেই তাকে মেম্বার বলে ডাকে। উপহাস স্থলে হলেও এ নামটাই এলাকায় চালু হয়ে যায়।

এই তরু মেম্বার এ পাড়ার একমাত্র মহাশয় ব্যক্তি। বছর কয়েক বিদেশে চাকরি করে বেশ সহায় সম্পদ করেছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা মানুষটার দেহে মেদহীন পেশল। হাড়শক্ত চেহারা, গায়ের রং তামাটে, মুখের ছাঁদ চৌকোনা। রাগলে তেজি গলায় কথা বলে ধমকের সুরে। ঝিমধরা লোকটা ঝোঁপ বুঝে কোপ মারে। এমনি দেখলে ভালোমানুষ ভালোমানুষ বলে মনে হয়। আসলে তলে তলে এমন ধুরন্দর সে, স্বার্থের খাতিরে সাপের গায়েও চুমো দেয় আবার ব্যাঙের গালেও চুমু দেয়।

মেম্বরের দু'টি মাত্র সন্তান। বড় ছেলেটা একেবারে আবুল মার্কা। গায়ের রং কালিপড়া লন্ঠনের কাঁচের মত কুঁচকুচে কালো। বাড়বাড়ন্ত থলথলে গতরে গনেশমার্কা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল ঘাড় চাঁচিয়ে কাটা। চুলে লাল পট্টি বেঁধে রাখে। গলায় কালো সুঁতোয় কি একটা বেঁধে রেখেছে ঠিক তাবিজের মতন। বৃষ্টিভেজা কচি ঘাসের মত সতেজ গোঁফ। ছোট ভাইয়ের চেহারাও ওর মতই। যেন বায়া-তবলা।

বড় ছেলেটার নাম হয়তো মনাহান কিংবা মনোহর হবে। কিন্তু ঐ নামে কেউ ডাকে না। ঠাকুমা হয়তো মনা মনা করে ডেকেছে তাই বর্তমানে ঐ নামটাই বহাল রয়েছে। মনা দিনভর ড্রাগনমার্কা টি-শার্ট পড়ে মেয়েদের স্কুলের গেটে বসে আড্ডা মারে। চা-চানাচুর খায় আর শব্দ করে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ায়। মেয়েদের দেখলেই দাঁত কেলিয়ে ফিকফিক করে হাসে। মেয়েরা নাম দিয়েছে মাম্বু। কোন মেয়েকে একা পেলে এমন বিনয়ে প্রেম নিবেদন করে যেন ফরাসি প্রেমিক। উঠতি যৌবনেই জীবনের সব স্বাদ মিটিয়েছে।

স্কুলের মেয়েরা একদিন একটা আরশোলা ধরে এনে ওর শার্টে বসিয়ে দিয়েছিল। সেটা দেখে ভয়ে এমন লাফ দিয়েছিল যে, তা দেখলে হনুমানও লজ্জা পেতো। সেই থেকে মেয়েরা আড়াল ওকে হনুমান বলে ঠাট্টা করে। মনা মন খরাপ করে না। মেয়েরা যে তাকে নিয়ে মজা করে এতেই সে মহাখুশি। প্রেমের উষ্ণতায় রাতভর স্বপ্ন দেখে।

ইদানিং বিন্নি নামের একটা মেয়ে গ্রামে এসেছে। বড় বড় দু'টি ডাগর চোখ। ঠিক অবেলায় ঘুমুলে যেমন হয়, তেমনি ফোলা ফোলা চোখ। তিল ফুলের মতন লম্বা নাক, সাদা ঝকঝকে দাঁত। হাসলে যেন মুক্তো ঝরে। সাদা সীমের মত গায়ের রং! চোখে সব সময় কৌতুহল। দু'পাটি দাঁত বের করে মিষ্টি করে কথা বলে।

মেয়েটাকে প্রথমে দেখলে মনে হবে যেন ঝুমুর দলের নর্তকী। বয়স বিশ-পঁচিশ হবে। কিছুটা গিন্নি-বান্নি চেহারা। পাতা কেটে চুল বেঁধেছে। গলায় চিকন সোনার চেন। ব্লাউজের প্রান্ত থেকে নাভির নিচে শাড়ির সীমান্ত পর্যন্ত মসৃন, যেনো মখমলের আস্তরণ দেওয়া মুক্তাঞ্চল। মনা স্কুল গেটে টাঙ্কি মেরে বাড়ি ফিরছিল। মনাকে দেখে সামান্য দাঁত বের করে মিষ্টি করে হাসল। ঐ হাসিতেই মনার হৃদয়ে কাঁপন ধরল। মনা সত্যি সত্যি এবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল।

সুন্দরী বিন্নি একজন সিনিয়র নার্স। হাপাতালে কাজ করতে করতে এক রোমিও মার্কা ছেলের সাথে প্রেমে পড়ে যায়। প্রায় বছর দুই দেয়া-নেয়া চলে অনেকটা গোপনে। শেষে এক সময় ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে নতুন করে, সংসার পাতে। ছেলেটার নাম জোভান। সবাই তাকে জো বলেই ডাকে। জো বলেছে আপাতত তার বাবা-মা এ বিয়েতে মত না। তাদের ভাষ্য, জো লেখাপড়া শেষ করুক, চাকরি-বাকরি করে তারপর বিয়ে। তাই ধর্মীয় মতে বিয়েটা হতে পারেনি। কিন্তু বিন্নিরও ফিরে যাবার পথ ছিল না। এই দু' বছরে জো তার সব কিছুই দখল করেছে। তাই এই অবৈধ সংসার পাতা।

জো কি সব চোরাই মালের ব্যবসা করে বেশ-টাকা কামিয়েছে। এ সব করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। একবার, তার খোঁজে পুলিশও বাসায় এসেছে। বিন্নি এসব পছন্দ করে না। সে নিজেই প্রস্তাব দেয়, ব্যবসা করতে হলে হালাল ব্যবসা করাই ভালো।

হালাল ব্যবসা, পুঁজি পাবে কোথায়? জো প্রশ্ন করে। তোমার আমার যে টাকা জমা আছে তার সঙ্গে আমার সোনাদানা যা আছে তা বন্ধক রেখে বেশ টাকা পাওয়া যাবে। বিন্নি আশ্বাস দেয়।

শেষ সম্বল দিয়ে ব্যবসায়! যদি ব্যবসায় টিকতে না পারি? জো'র মনে হতাশা।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়। সবকিছু মিলিয়ে মোটা অংকের মূলধন পাওয়া গেল। পরদিন দোকান মালিকের সাথে কথা ফাইনাল হয়।

সপ্তাহ খানেক পরে জো কলকাতার নাম করে বেরিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান কাপড়ের প্রচুর ডিমান্ড, সামনে ঈদ।

সাত লাখ টাকা নিয়ে সে যে গেল, আর কোন দিন ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজা খুঁজির পরও তার কোন সন্ধান করতে পারে নি বিন্নি। ভাগ্যিস কোন সন্তান গর্ভে ধারণ করেনি।

তরু মেম্বার ঘোড়েল ব্যক্তি। গায়ের সবাই বিন্নির কাহিনি ভুলে গেলেও সে কিন্তু ভোলেনি। ছেলের কথায় প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। এমন সুন্দরী মেয়ে তার হাবাগোবা ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হবে?

চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে বসে ভাবছে বিন্নি। প্রচণ্ড গরমে কেমন যেন একটা অশরীয়ী অলৌকিকতা খা খা করছে। বাতাস নেই! গাছপালা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে, অনড়। গাছের পাতার সব ঝিমুচ্ছে, একটা বনজ গন্ধ ঘ্রাণে আসছে। হঠাৎ চোরা দমকা হাওয়ায় ধূলো উড়ছে আবার সেই দমকা হাওয়াই ঘূর্ণি সাজছে। ধূলোর কুণ্ডুলি ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উঠে যাচ্ছে। মুঠো মুঠো আবীরের মত রাঙ্গা ধূলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিন্নির জীবনটাও তো এমনি এক ঘূর্ণিতে তছনছ হয়ে গেছে।

বিন্নি দেখল, বাড়ির পেছনে চোরকাঁটার জঙ্গলের পাশেই পুরোনো খাটা পায়খানাটা এখনো রয়েছে। জঙ্গলের দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে পুকুরের জলে হুড়মুড় করে নেমে পড়েছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো তিরতির করে ওপার থেকে এপারে ধেয়ে আসছে। গাছের পাতার আড়ালে দুটো কাক হাঁপাচ্ছে। পুকুরে জলের ঢেউয়ে পাড়ের প্রকান্ড প্রকান্ড গাছের ছায়াগুলো দৈত্যের মত নড়ছে। উঠোনের পাশে কল্কেফুলের গাছটায় একটা নাম না জানা পাখি লাফালাফি করছে। সুনসান নির্জনতা ও নিঃশব্দ চারিদিকে থমকে আছে।

এ সময় মা'র ডাকে বিন্নির ধ্যানভঙ্গ হয়। সত্যি সতি সে প্রকৃতি আর জীবনকে নিয়ে ধ্যান করছিল।

সে রাতেই মা-মেয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাসে। মেয়ের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মা এ বিয়েতে রাজি হয়। বিন্নিও মনাকে বাজিয়ে দেখেছে, লোকটা হাবাগোবা হলেও প্রতারক হবে না। শ্বশুরের লোভটা যে তার সম্পত্তির উপর বিন্নি সেটাও বুঝতে পেরেছে।

এরপর মাসখানেকের মধ্যেই বিন্নির বিয়ে হয়ে যায়। বিন্নির একটাই দাবি ছিল বিয়েটা শহরের কমিউনিটি সেন্টারে হতে হবে। কারণ তার বন্ধুবান্ধব এবং অফিস স্টাফ সবই শহরে থাকে।

বিয়ের পর এক মাসের নাইয়র করতেও শ্বশুর বাড়িতে আসে নাই, নিজের বাড়িতেও নয়। হঠাৎ একদিন মনা বাড়িতে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে বাচ্চা ছেলের মত। অনেক সান্ত্বনা দেবার পর হাতের, উল্টো তালুতে চোখ মুছতে মুছতে যা বলল তা হলো- বাসর রাতের পরদিন থেকেই তার বৌ আলাদা বিছানার শোয়। কয়েকবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, যে পুরুষের পৌরষত্ব নেই সে জীবনমৃত। কাজেই যে স্বামীর সন্তান জন্ম দেবার সক্ষমতা নেই তার সঙ্গে ঘর করবে কে? বৌ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তরু মেম্বার এমনটাই আশা করেছিলেন। তিনি জানতেন, তার ছেলেকে বিয়ে করে কোন মেয়ে সুখি হতে পারবে না। সব জেনে শুনেই এই অপকর্মটি করে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে এই জালিয়াৎ লোকটা। ছেলেকে পুত্রবধু তাড়িয়ে দিয়েছে তাতে ততটা দুঃখবোধ নেই, যতটা কষ্ট বিন্নিদের তিন চার বিঘা জমি হাত ছাড়া হয়ে গেল। এত কায়দা করে গভীর জলে জাল ফেলেছিল, কিন্তু জাল ফুটো করে মাছ বেরিয়ে গেল।

এ ঘটনার বছর খানেক পরে জেঙ্গু জুড়ে আক্রান্ত হয়ে মনা মারা যায়। ওর ছোট ভাইটিও নেশাখোর। অকালেই বখাটে হয়ে গেছে। তরু মেম্বার অন্যের নির্বাচনে ভাড়ায় গিয়েছিল মিছিল করতে। রাতের অন্ধকারে হোচট খেয়ে পা ভেঙ্গে বিছানায় পড়ে আছে। তার সংসার এখন রসাতলে যাবার পথে।

প্রত্যেক মানুষই প্রেমময় জীবনে পরম বেদনা এবং আনন্দ ধারায় অবগাহন করে, বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু কেউ যখন প্রতারিত হয় তখন তার আকাঙ্ক্ষার রঙিণ স্বপ্নগুলোর মৃত্যু ঘটে। তাই বিন্নি তার অন্তরের আগুন চেপে রেখে নিজেই নিজের আশ্রয় হয়েছে। বারবার পতনই তাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। মনের নীল কষ্টের ব্যথা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন তার চোখে নির্বাক ধূসর শূন্যতা। অদ্ভূত এই শূন্যতাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্তরের বেলাভূমিতে গভীর নিঃশব্দে তার সময় কাটে। জল যেমন জলের দিকে গড়ায়, তেমনি মন শুধু মনের দিকেই তাকায়। এখনো তার চোখের সরোবর মনের কোনে লুকোনো রঙ্গিণ স্বপ্ন-সাঁতার কাটে। সে স্বপ্ন উঠতি যৌবনের প্রেমের স্বপ্ন, প্রতারণার স্বপ্ন, বাসর ঘরে এক নিমিশে সুখ চুরমাড় হয়ে যাবার স্বপ্ন।

আসলে ইচ্ছে করলেই কেউ অতীত ঝেড়ে ফেলতে পারে না। অতীত বড় বেদনাদায়ক। পৃথিবীটা এখন মানুষের জঙ্গল। আমাজনের চাইতেও গহীন। কেউ বেপাত্তা হয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানুষ হারিয়ে গেলেও স্বপ্ন কখনো হারিয়ে যায় না। কারণ বন্ধন যে মুক্তির চেয়েও প্রবল। এই বন্ধন মুক্তির দোলাচালে সময়ের ভাটিতে বয়ে চলেছে বিন্নির দিনরাত্রি।

জীবনের গল্প-১৭

# আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি

**খোকন কোড়ায়া**

বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে আমাদের উর্দু পড়াতেন মহিউদ্দীন স্যার। ভীষণ কাঁচা ছিলাম উর্দুতে। প্রথম সাময়িকীতে পেলাম ১৫, দ্বিতীয় সাময়িকীতে ১৮। আমি খুব খারাপ ছাত্র (উর্দুতে) হওয়া সত্ত্বেও স্যার অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমাকে। বললেন, খোকন আর একটু চেষ্টা কর, তোকে আমি ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবো। আমিও চেষ্টা করেছিলাম, আর স্যার সত্যি আমাকে ৩৩ নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লাস সেভেনে আবার সেই দাঁতভাঙা উর্দুর যন্ত্রণা। ভাবলাম যেভাবেই হোক, এই ভাষাটাকে আমার আয়ত্তে আনতেই হবে। তারপর এলো সেই কালো রাত্রি। পাক হায়েনারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরীহ বাঙালিদের উপর। চললো নৃশংস গণহত্যা। রুখে দাঁড়ালো বাঙালিরা। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকলে। কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে। জাতির সেই ক্রান্তিকালে একতাবদ্ধ হলো সবাই। যেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি একই মায়ের সন্তান। মানুষের মধ্যে এতো দেশপ্রেম, এতো ভ্রাতৃত্ববোধ দেখা যায়নি আর কখনো। এরপর দেশ স্বাধীন হলো। অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগ, অনেক কিছু হারানোর বিনিময়ে। ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ, বান্দুরা বাজারে গেছি বড়দিনের পিঠা বানানোর জন্য গুড় কিনতে। মহিউদ্দিন স্যারের সঙ্গে দেখা। আমাকে জড়িয়ে ধরে স্যার বললেন, বড় বাঁচা বেঁচে গেলিরে খোকন, তোকে আর কখনো উর্দু পড়তে হবে না।

স্বাধীন দেশে স্কুলের প্রথম দিন। এ্যাসেম্বলী হচ্ছে মাঠে। স্কুল ভবনের সামনে দেবদারু গাছের সারি, তারপর মাঠ। মাঠের শুরুতে বসানো হয়েছে একটি বড় টেবিল। টেবিলের উপর রাখা আছে হারমোনিয়াম, তবলা। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন শিক্ষক এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, যারা আমাদের স্কুলেরই বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র। দেবদারু গাছের সামনে পৎ পৎ করে উড়ছে নতুন দেশ বাংলাদেশের নতুন পতাকা, কি একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুরু হলো নতুন জাতীয় সঙ্গীত। আগে রেডিওতে শুনেছি কিন্তু গাইনি কখনও। সবার সঙ্গে কণ্ঠ মেলালাম, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।" শরীরের লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেলো! কি মধুর পঙ্‌ক্তি, কি মোহনীয় সুর, প্রতিটি চরণে দেশপ্রেম। গান শেষ হলে বুঝতে পারলাম, আমি কাঁদছি। আমার মনে হয় সেদিন অনেক ছাত্রই আমার মতো কেঁদেছিলো। সে কান্না ছিলো আনন্দের। স্বাধীনতা লাভের মতো এত আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।

(স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর এখন আমি এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগি। আমার মনে হয় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ আমরা সঠিকভাবে বপণ করতে পারিনি। পারিনি তাদের কাছে বসিয়ে একাত্তরের শ্বাসরুদ্ধকর গল্প শোনাতে। পারিনি একটি সাহসী, দেশপ্রেমিক জাতির যুদ্ধ জয়ের সঠিক ইতিহাস জানাতে।)

# ধর্মীয় জীবন

**ফাদার লুইস সুশীল**

ধর্মীয় জীবনে যদি না থাকে গভীর আধ্যাত্মিকতা,
প্রেম-ক্ষমা, আনন্দ, সমন্বয়, সুসম্পর্ক, পবিত্রতা,
তবে কেউ কেউ হয় পরিশ্রান্ত, কেউ কেউ হয় ক্লান্ত
কেউ কেউ হয় বিভ্রান্ত, কেউ কেউ হয় মোহাক্রান্ত
কেউ কেউ হয় ব্যস্ত, কেউ কেউ হয় উদ্বিগ্ন
কেউ কেউ হয় নিরাশ, কেউ কেউ হয় নিষ্ক্রিয়
কেউ কেউ হয় রিক্ত, কেউ কেউ হয় অশ্রুসিক্ত
কেউ কেউ হয় নিঃসঙ্গ, কেউ কেউ হয় বহুসঙ্গ
কেউ কেউ হয় পথভ্রষ্ট, কেউ কেউ হয় লক্ষ্যচ্যুত
কেউ কেউ হয় নেশাগ্রস্ত, কেউ কেউ হয় প্রিয়াসক্ত
কেউ কেউ হয় স্বজন ভক্ত, কেউ কেউ হয় অর্থ অনুরক্ত
কেউ কেউ হয় আত্মমুখী, কেউ কেউ হয় স্বার্থসুখী
কেউ কেউ হয় মোবাইল আসক্ত, কেউ কেউ হয় টিভি ভক্ত
কেউ কেউ হয় অপব্যয়ী, কেউ কেউ হয় বেহিসাবী
কেউ কেউ হয় মৃদুভাষী, কেউ কেউ হয় বহুভাষী
কেউ কেউ হয় বাঁচাল, কেউ কেউ হয় নির্বাক
কেউ কেউ হয় তৈলবাজ, কেউ কেউ হয় নিন্দার জাহাজ
কেউ কউ হয় সুযোগসন্ধানী, কেউ কেউ হয় সুবিধাভোগী
কেউ কেউ হয় ভ্রমণবিলাসী, কেউ কেউ হয় ভোজন পিয়াসী
কেউ কেউ হয় স্বপ্নচারী, কেউ কেউ হয় কল্প বিলাসী
কেউ কেউ হয় নামধারী, কেউ কেউ হয় জুতাধারী
কেউ কেউ হয় বিলাসী, কেউ কেউ হয় সুখ অভিলাষী
কেউ কেউ হয় পতিত, কেউ কেউ হয় রাজ্য বিতাড়িত
কেউ কেউ হয় যুক্তিধারী, কেউ কেউ হয় কথাহারী
কেউ কেউ হয় সম্পদহারী, কেউ কেউ হয় বাজারী
কেউ কেউ হয় ক্ষমতালোভী, কেউ কেউ হয় সুনামভোগী
কেউ কেউ হয় " বিগ বস", কেউ কেউ হয় বড় বাবু
কেউ কেউ হয় দৈন্যের নায়ক, কেউ কেউ হয় দৈন্যের ব্যবসায়ী
কেউ কেউ হয় দায়িত্বহীন, কেউ কেউ হয় দায়িত্ববিহীন
কেউ কেউ হয় অশান্ত, কেউ কেউ হয় ধর্মকর্মে ক্লান্ত
কেউ কেউ হয় লোক দেখানো, কেউ কেউ হয় আনুষ্ঠানিক,
কেউ কেউ হয় শুধু নিয়মী, কেউ কেউ হয় পরমত অনুসারী
আজ ধর্মীয় জীবনে সবার সদা তাই চাই মিলন, সুসম্পর্ক,
আনন্দ, প্রেম-ক্ষমা, আধ্যাত্মিকতা, সমন্বয়, সুভ্রাতৃত্ব, দয়া
পবিত্রতা, সদাভক্তি, জ্ঞান-গভীরতা।

## 'পূজণীয় পর্যায়ে অমল গাঙ্গুঁলী'

**তার্সিসিউস গমেজ (তাসু)**

ত্যাগের মহীমায় সমুজ্জল হে মহান সাধক
স্মরনীয়, বরনীয়, পূজনীয় তুমি ঈশ্বরের সেবক
মরণ সাগর পাড়ে, রেখে গেলে কীর্তি গৌরব
তুমি ছিলে হৃদয় কোনে ছড়ায়ে সৌরভ।

হাসনাবাদের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি
নিঃস্ব রিক্ত হলাম, পরপারে চলে গেলেন তিনি।
কত নির্মল, শান্ত ও সৌম্য প্রকৃতির মানুষ যিনি
শিশুসুলভ সরলতা ও স্নিগ্ধতার আধার তিনি
তাইতো কমলাপুর রেল ষ্টেশনের কুলি সর্দার
এত কোমল সহানুভূতিপ্রাণ মিষ্টি কথায়
যাদুর পরশে প্রাণ ভরে গেল তার ।

উদ্বেলিত অন্তরে গেয়ে গেল সুখ্যাতি যার
'কত মানুষের' বোঝা বয়ে গেলাম জীবন ভর
ওনার মত আর কেউ কথা বলে নি এত সুন্দর'।
তিনি ছিলেন পিতার বেদীতে স্বর্গীয় নৈবেদ্য
সাধু বলে ডাকবো এবার কামনা আরাধ্য।

অসময়ে চলে গেলেন প্রভুর প্রিয় সেবক
মাত্র ৫৭ বৎসরের ক্ষনস্থায়ী মহান যাজক।
২ সেপ্টেম্বর পরম পিতার চরণ তলে
১৯৭৭ অকাল প্রয়াণে সকল ভক্তদের কাঁদিয়ে গেলে।
৪৭ তম প্রয়াণ দিবসে, প্রাণের প্রণামি তোমায়
দিবসের তারা রূপে হয়ে আছ অমর, স্বর্গীয় মহীমায়।

ব্যাকুল অন্তরে হৃদয়ের পূজা অর্চণায়
সদা আশায় রয়েছি, দেখবো এবার পূজনীয় পর্যায়
অধীর আগ্রহে রয়েছি আশায়, বিপুল প্রত্যাশা
সেদিন বেশি দূরে নয়, সাধু বলে ডাকবো তোমায়।।

## আর্থিক সহায়তার আবেদন

এই যে, আমি জর্জ আন্তনী গমেজ পিতা মৃতঃ বার্ণার্ড গমেজ এবং মাতা: আলো রোজারিও রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাজনগর গ্রামের সন্তান। আমি দূরারোগ্য লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছি। আমি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারে আমার স্ত্রী, মা, একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে আছে। আর্থিক ভাবে আমি সচ্ছল নই। দুরারোগ্য অসুস্থতার কারণে চাকুরিও করতে পারছি না। চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন।

**সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :**

**নাম :** জর্জ আন্তনী গমেজ
**গ্রাম :** রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া
**উপজেলা :** কালিগঞ্জ,
**জেলা :** গাজীপুর।

পাল-পুরোহিত
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী।
**বিকাশ : ০১৭৩১-৮৪১৭৪৩**

## স্বাস্থ্যকথা

# অ্যালার্জি থেকে মুক্তির ঘরোয়া উপায়

ত্বকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার নাম অ্যালার্জি। চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যালার্জি হলো আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি ত্রুটি। এ সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় ভ্যাসোডাইলেশন। তাই অ্যালার্জি সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের খাবারের ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেই সঙ্গে লাইফস্টাইলে আনতে হবে পরিবর্তন। পাশাপাশি অ্যালার্জি সমস্যার পরিমাণ কমাতে বাইরে থেকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আমেরিকান হেলথলাইন অনুসারে আসুন, একে একে সে উপায়গুলো জেনে নিই-

**১। মধু:** ত্বকে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে মধুকে কাজে লাগাতে পারেন। মধু পরিবেশে উপস্থিত অ্যালার্জেনের সঙ্গে শরীরকে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। এ ছাড়া মধুতে থাকা প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য অ্যালার্জির ফুসকুড়ি কমায়।

**২। ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল:** ত্বকের অ্যালার্জির সমস্যা থেকে মুক্তিতে গোসলের সময়ও পানিতে ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিতে পারেন। পাশাপাশি অবশ্যই রাতে শুতে যাওয়ার আগে একবার করে ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েলের ভাপ নিন।

**৩। অ্যালোভেরা:** ত্বকের অ্যালার্জি থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হলো অ্যালোভেরা। ত্বকের চুলকানি, শুষ্কতার সমস্যা, অ্যালার্জির সমস্যায় অ্যালোভেরা পাতার জেল কিংবা বাজারে পাওয়া অ্যালোভেরার জেল লাগিয়ে নিন। এর ঔষধি গুণ দ্রুত জ্বালা এবং চুলকানি থেকে মুক্তি দেবে।

**৪। তিতা জাতীয় খাবার:** খাবারে তিতা জাতীয় খাবার বাড়িয়ে তুলুন। নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখুন করলা ও নিমপাতা ভাজা। সকালে খালি পেটে চিরতা খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন, যা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণসহ অ্যালার্জি প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

**৫। ঠাণ্ডা এড়িয়ে চলা:** অ্যালার্জি থেকে বাঁচতে ঠান্ডা মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটবেন না। গরমে মেঝেতেও শোবেন না। কোল্ড অ্যালার্জির সমস্যায় যারা ভুগছেন তার গোসলের ক্ষেত্রে বেশি সময় নেবেন না।

**৬। হলুদ:** ভেষজ উপাদান হলুদ দারুণ কাজ করে অ্যালার্জির সমস্যায়। গরম ভাতে তাই হলুদের গুড়া মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

**৭। ওটমিল:** ওটমিলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান সহ বিভিন্ন জৈবিকভাবে সক্রিয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো অ্যালার্জিজনিত ত্বকের প্রতিক্রিয়া ( বিশেষ করে চুলকানিকে) প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে।

**৮। বেকিং সোডা:** বেকিং সোডা ত্বকের pH ভারসাম্যহীনতাকে মোকাবেলা করতে পারে এবং আপনার ত্বকের অ্যালার্জি প্রশমিত করতে প্রদাহ বিরোধী হিসাবে কাজ করে।

এরজন্য ১২ চামচ পানিতে ৪ চামচ বেকিং সোডা নিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। অ্যালার্জির স্থানে লাগিয়ে ১০ মিনিট পর স্বাভাবিক পানিতে ধুয়ে ফেলুন।

**৯। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:** ত্বকের অ্যালার্জির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত গোসল, পোশাকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করুন। বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন।

# কিশোর বয়সে অত্যধিক চুল পড়ার কারণ ও প্রতিকার

সাধারণত একজন মানুষের দৈনিক ১০০টির মতো চুল পড়তে পারে। সেগুলো আবার গজিয়েও যায়। কিন্তু, চুল পড়ার সংখ্যা যদি এরচেয়েও বেশি হয়, তাহলে তার কারণ জানা জরুরি।

বিভিন্ন কারণেই অতিরিক্ত চুল পড়তে পারে। এর একটি কারণ হতে পারে পর্যাপ্ত পুষ্টির ঘাটতি। তরুণ বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অল্প খাবার খায়। এতে করে সুষম খাদ্যের ঘাটতি হতে পারে। চুলের জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন (এ, বি, বিশেষ করে বায়োটিন, সি, ডি ও ই) এবং বেশকিছু খনিজ (আয়রন, জিঙ্ক) নিয়মিত গ্রহণ করা অপরিহার্য। এসব উপাদান সমৃদ্ধ খাবার হচ্ছে ডিমের কুসুম, কলিজা, বাদাম, বীজ, কলা, মিষ্টি আলু, মাশরুম, ব্রকলি ইত্যাদি।

অতিরিক্ত চুল পড়ার আরেকটি কারণ হতে পারে থাইরয়েডের সমস্যা। এই সমস্যার কারণে চুল তৈরি বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং চুল বেশি পড়তে পারে।

অত্যধিক চুল পড়া পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোমের (পিসিওএস) একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে। ডিম্বাশয় ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন উৎপাদন করে। সেই সঙ্গে পুরুষ হরমোন অ্যান্ড্রোজেনের একটি অংশও উৎপাদন হয় ডিম্বাশয় থেকে। পিসিওএস-এ আক্রান্ত হলে ডিম্বাশয় অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যান্ড্রোজেন তৈরি করে, যার ফলে অতিরিক্ত চুল পড়ে।

মাথার ত্বকে কিছু ছত্রাকের সংক্রমণের কারণেও চুল পড়তে পারে। দীর্ঘ সময় স্যাঁতসেঁতে চুল ঢেকে রাখার ফলে এই ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে। মাথায় চুলকানো বা মাথার ত্বক লাল হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে ছত্রাকের সংক্রমণ হয়েছে।

চুলে রং করার মতো কারণেও অনেক সময় চুল পড়তে পারে। রাসায়নিক পদার্থ বারবার করে চুলে রং করা বা ব্লিচ করা, চুল স্ট্রেট করার মতো কারণে চুলের ক্ষতি হতে পারে। এরর ফলে চুল ভেঙে যায় বা পড়ে যায়। আয়রন বা গরম ব্লো-ড্রাইং থেকে অতিরিক্ত তাপ দেওয়ার ফলেও চুলের ক্ষতি হয়।

শ্যাম্পুতে অনেক সময় সালফারযুক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই রাসায়নিকের কারণে মাথার ত্বক থেকে তেল ধুয়ে যায়। এর ফলে চুল শুকিয়ে যায়, চুলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ভেঙে যায়, চুলে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং চুল ভেঙে যায়। সোডিয়াম ক্লোরাইডও শ্যাম্পুতে ব্যবহার করা হয়, যার কারণে ত্বক শুষ্ক হতে পারে বা চুলকাতে পারে এবং চুল পড়া বৃদ্ধি করতে পারে।

চুলকে খুব বেশি টানটান করে, এমন হেয়ারস্টাইল করা হলে চুলের ফলিকল স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভেজা অবস্থায় স্টাইল করলেও চুল ভেঙে যেতে পারে।

এ ছাড়া, ট্রাইকোটিলোম্যানিয়ার মতো রোগও চুল পড়ার কারণ। এটি এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক রোগ, যার ফলে মানুষ বারবার চুল টেনে ধরে। ট্রাইকোটিলোম্যানিয়ায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে চুল টানা বন্ধ করার জন্য একজন থেরাপিস্ট বা মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

চুল পড়া বন্ধ করতে নিয়মিত সুষম খাবার খাওয়া উচিত। এ ছাড়া, স্বাভাবিকভাবে চুল শুকানো, উচ্চ তাপে ব্লো-ড্রায়ার ব্যবহার কমানো বা ব্যবহার না করা, খুব টাইট হেয়ারস্টাইল এড়িয়ে চলা, নিয়মিত চুল আঁচড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চুল ধোয়া বা আঁচড়ানোর সময় খুবই যত্নশীল হওয়া উচিত।

চুলে যেকোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। শ্যাম্পু ও হেয়ার জেল ব্যবহার করলে তা সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো দীর্ঘ সময় মাথায় থাকলে তা ত্বকের ছিদ্রগুলো আটকে দিতে পারে, যা মাথার ত্বকে অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

**তথ্যসূত্র :**

*https://bangla.thedailystar.net/health/news-493786*

*https://www.somoynews.tv/news/2024-06-15/vG3PXztN*

## মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Mothurapur Christian Co-Operative Credit Union Ltd.
ডাকঘর : মথুরাপুর, উপজেলা : চাটমোহর, জেলা : পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত - ১/২০০৮
মোবাইল নং : ০১৩০২-৩৯৮১২৯
Email : mcccu1963@gmail.com


স্মারক নং-৪/১০৬৪/২৪

তারিখ-০৮/০৯/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

# ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮/১০/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ (দশ) ঘটিকার সময় মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ক্যাথলিক ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে শুরু হবে।

অতএব, উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

** আলোচ্য সূচী ঃ-

০১। পরিচালক মণ্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন।
০২। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
০৩। আগামী ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
০৪। বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ ও অনুমোদন।
০৫। বিবিধ।
০৬। দুপুরের আহার।
০৭। লাকী কুপন ড্র।
০৮। সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

**সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে -**

আভাষ গমেজ
**চেয়ারম্যান**
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

সুবল গমেজ
**সেক্রেটারী**
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

অনুলিপিঃ
১. উপজেলা সমবায় অফিস।
২. জেলা সমবায় অফিস।
৩. জেনারেল ম্যানেজার, কাল্ব।
৪. অফিস নথি।

বিজ্ঞ/২১৬/২৪-প

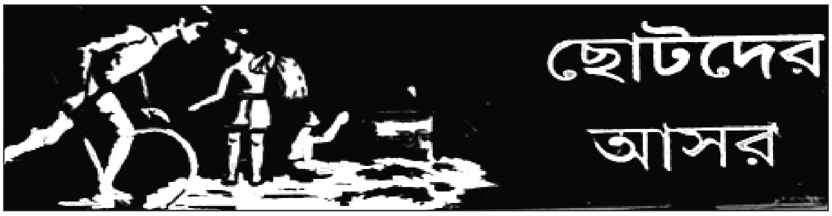


# প্রশ্ন!

**লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া**

তিন বছরের ছোট্ট দিনুকে নিয়ে পার্কে হাঁটছে শাহিদা। সব কিছু খুব অবাক হয়েই দেখছে দিনু।

পার্কের পুকুরের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো মা, ওইগুলো কি?

ওইগুলো হলো হাঁস। শাহিদা উত্তর দিল।

ওরা কি করছে? দিনুর প্রশ্ন।

সাঁতার কাটছে।

দিনু খুব খুশি হলো।

কিছুদূর গিয়ে দিনু দেখলো একটা নীল পাখি উপর দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

দিনু জিজ্ঞেস করলো, মা ওটা কি?

শাহিদা তাকিয়ে দেখে বললো, ওটা হলো ডাস্টবিন।

ওখানে কি করে?

ওখানে ময়লা ফেলে?

কিছুক্ষণ হাঁটার পর দিনুকে নিয়ে শাহিদা ছায়াযুক্ত জায়গায় একটা বেঞ্চে বসে দিনুর হাতে একটা বিস্কুটের প্যাকেট দিয়ে মোবাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

দিনুকে বিস্কুট খেতে দেখে একজন মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে এসে দিনুর সামনে হাত পাতলো।

শাহিদা বিরক্ত হয়ে ব্যাগ থেকে ২০ টাকা বের করে মহিলার হাতে দিয়ে বিদায় করে দিল।

মা ওরা কে?

ওরা ফকির, বাবা। শাহিদা উত্তর দিল।

আমরা কী মা? দিনু প্রশ্ন করলো।

দিনুর এমন প্রশ্নে শাহিদা অবাক হয়ে গেল! কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

শাহিদা বুঝতে পারলো, ছেলেকে ওইভাবে উত্তর দেওয়াটা উচিৎ হয়নি। বলা উচিৎ ছিল, ওরাও তোমার আমার মতোই মানুষ।

## "আগামী ভবিষ্যৎ শিশুরা"

**সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই**

১. যদি সুন্দর গাছের বৃদ্ধি চাও
তাহলে গাছের ন্যায় যত্ন কর,
তোমারই প্রিয় সন্তানকে
হাত ধরে হাঁটতে শেখাও
পড়ে গেলে ধরো হাতটি
দাও স্নেহেরই কোমল স্পর্শ
শিখাও বাস্তবতা।

২. আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ
করো না কো অবহেলা,
অন্যায় করলে শাসন কর
বুঝিয়ে দাও তার ভুল
দেখবে শিশু শিখবে ভালো
হবে সমাজে আদর্শবান।

৩. শিশু যে মোরা সবে ভালোবাসি
তাইতো টানি কাছে,
আদর করি মমতা দেখাই
গড়ে তুলি আদর্শে।

৪. এসো শিশুর যত্ন নেই
দু'হাতের তালুতে রাখি,
মায়ের মতোই হই সকলে
শিশুদেরই মাঝে যেন খুঁজি
আগামী সুন্দর ভবিষ্যৎ।

**কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!**

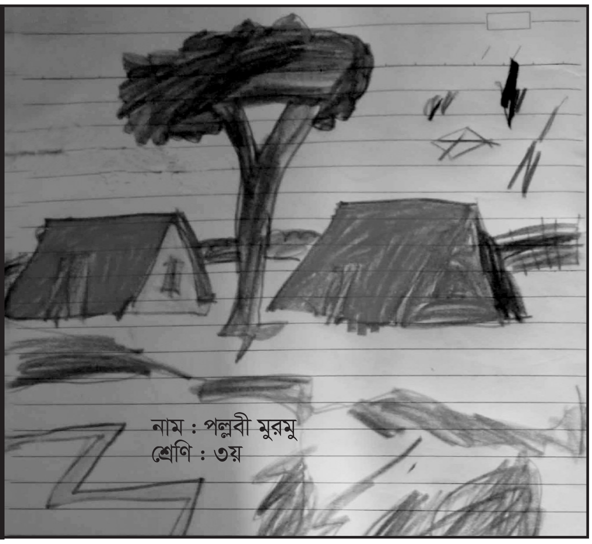


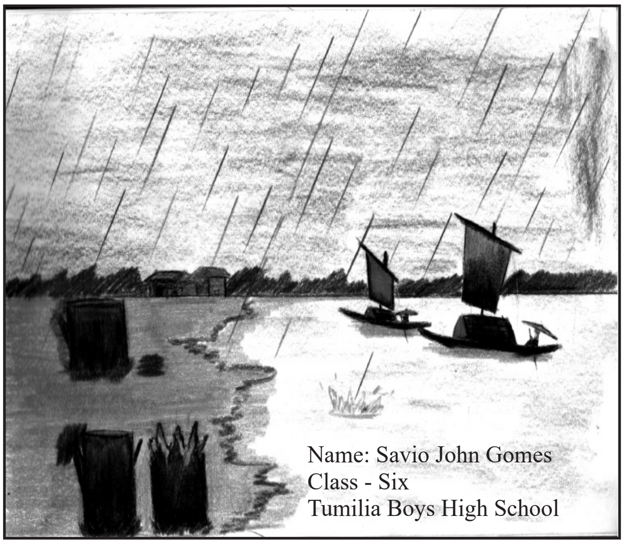

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

## পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাৎ

ত্রিশজন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, মেয়র, ডাক্তার, ব্যবস্থাপক কর্মী, ক্রীড়া চ্যাম্পিয়ন এবং সাধারণ নাগরিক ১০-১১ মে ভাটিকান সিটিতে আয়োজিত মানব ভ্রাতৃত্বের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব সভার জন্য জড়ো হন। পরিবেশ, শিক্ষা, ব্যবসা, কৃষি, মিডিয়া এবং স্বাস্থ্যে মানব ভ্রাতৃত্বের প্রচারের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে ওই বিশ্ব সভায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বাংলাদেশের শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গুয়াতেমালা থেকে ড. রিগোবার্তা মেনচু তুম সভাপতিত্ব করেন।

গোলটেবিল আলোচনার সূচনা করে ভাটিকানের সেক্রেটারি অফ স্টেট কার্ডিনাল পিয়েত্রো প্যারোলিন বলেন, মানুষ যখন শান্তিকে অসম্মান করে এবং যুদ্ধ চালায়, "তারা নিজেদের জন্য এমন একটি দিক নির্ধারণ করে যা সৃষ্টির বিরোধিতা করে। এবং মানুষকে হত্যা করে তারা কেবল অন্যদের মর্যাদাকে আঘাত করে না বরং নিজেদেরও সম্মানহানী করে"।

অনুষ্ঠানে ড. ইউনূস বলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো তৈরির সময় মানুষ নিজেদের সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করে, তা মানবতার জন্য অস্ত্রের চেয়েও বেশি বড় হুমকি। 'আমাদের ভাগ করে নেয়া এবং যত্ন নেয়ার মানবিক মূল্যবোধের সাথে মানুষ হিসেবে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে।'

রিগোবার্তা মেনচু তুম বর্তমান সমাজের বস্তুগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সমালোচনা করে বলেন, 'সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাকে লালন করার মতো মানুষের প্রয়োজন।' দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী গ্রাসা ম্যাশেল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ১১ মে একটি একান্ত সভায় পোপ ফ্রান্সিসের সাথে দেখা করেন। মানব ভ্রাতৃত্বের দ্বিতীয় বিশ্ব সভায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে সম্বোধন করে পোপ ফ্রান্সিস তাদের একটি বিচ্ছিন্ন বিশ্বে মানব ভ্রাতৃত্বকে উন্নীত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধ একটি প্রতারণা, যুদ্ধ সর্বদাই পরাজয়। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই সাধারণ মানবতার স্বীকৃতিতে ফিরে যেতে হবে এবং মানুষের জীবনের কেন্দ্রে ভ্রাতৃত্বকে স্থান দিতে হবে।

## তোমারা খ্রিস্টের সৌরভ

### *যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ধর্মশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিমুর-এস্তে পোপ মহোদয়*

এটি সঠিক যে, তিমুর-এস্তে বিশ্বের প্রান্তসীমায় তবুও তা মঙ্গলসমাচারের কেন্দ্রতে। এই কথা দিয়েই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পূর্ব তিমুরীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং ধর্মশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। আমরা জানি প্রান্তিকজনেরাই যিশুর হৃদয়ের কেন্দ্রে আছেন। সমাবেশে উপস্থিত একজন যাজক, একজন সিস্টার ও ধর্মশিক্ষকের জীবনসাক্ষ্য শোনার পর পোপ মহোদয় যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত মারীয়া কর্তৃক সুগন্ধি তেল দিয়ে যিশুর পা ধুয়ে দিলেন অংশটুকু শোনার আমন্ত্রণ জানান। এরপর পোপ মহোদয় মন্তব্য করে, এই গল্পটি আমাদের বলে যে খ্রিস্টের

সৌরভ ও তাঁর মঙ্গলসমাচার হলো একটি উপহার যা আমরা সংরক্ষণে রাখতে এবং ছড়িয়ে দিতে আমন্ত্রণ পেয়েছি। ঐ অঞ্চলের চন্দনকাঠের রূপক ব্যবহার করে পোপ মহোদয় পূর্ব-তিমরীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ধর্মশিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, তোমরা হলে তিমুর-এস্তে খ্রিস্টের সৌরভ; তা বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন করো। পুণ্যপিতা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সৌরভটি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য নয় কিন্তু খ্রিস্টের পা ধুয়ে দিতে, মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে এবং দরিদ্রদের সেবা করতে। তা করতে নাতিশীতোষ্ণ বা লুকিয়ে রেখে চললে চলবে না কিন্তু সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। অনবরত খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানে ও বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাবার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে তা তাদেরকে প্রাচীন এবং কখনো কখনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐতিহ্য থেকে রক্ষা করবে। একইভাবে যে সকল ঐতিহ্য সুন্দর সেগুলোকে যথার্থ মূল্য দিতে হবে। পোপ মহোদয় তিমরীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ধর্মশিক্ষকদের খ্রিস্টের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে জোর আহ্বান করেন। যাজকদেরকে বিশেষভাবে বলেন নম্র থাকতে এবং নিজের ব্যক্তিগত অর্জন বা সামাজিক মর্যাদার জন্য কোন সুযোগ না নিতে। সর্বদা অন্যকে আশীর্বাদ করো ও সান্ত্বনা দাও, সমবেদনার সেবাকারী ও ঈশ্বরের দয়ার চিহ্ন হও। একইভাবে পূর্ব-তিমুরের সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাৎকালে পোপ মহোদয় তাদেরকে আহ্বান করেন তাদের বিশ্বাসকে তাদের সংস্কৃতিতে পরিণত করতে।

## প্রধান উপদেষ্টার সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকান রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত কেভিন এস রাণ্ডেল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। গত সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ও ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত কেভিন এস রাণ্ডেল বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা এবং নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনের বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভাটিকান রাষ্ট্রদূত বলেন, ভাটিকান সিটির আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভাগের প্রতিনিধিদল এবং বাংলাদেশের ইসলামি স্কলারদের মধ্যে একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে বসবাসরত ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মানবিক সহায়তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি। ইতোমধ্যে এ ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম মাসেই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

ড. ইউনূস সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য ভাটিকানের সহায়তা কামনা করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক (সিনিয়র সচিব) লামিয়া মোরশেদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক কাজী রাসেল পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র: ভাটিকান, দৈনিক ইত্তেফাক

## জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**এপিসকপাল যুব কমিশন প্রতিনিধিঃ** গত ২৯-৩১ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার-শনিবার, পবিত্র ক্রুশ পালকীয় কেন্দ্র, ভাদুনে এপিসকপাল যুব কমিশন প্রথমবারের মতো জাতীয় ওয়াইসিএস ছাত্র নেতাদের(এনিমেটর) প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২ জন চ্যাপলেইন, ২ জন সেক্রেটারী, ৮ জন এনিমেটর, ২৭ জন ছাত্রী ২১ জন ছাত্রসহ মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করে। **কর্মশালার মূলভাব ছিলঃ "Synodal Leadership: Empowering of Student's Leaders." বা "সহযাত্রিক নেতৃত্বঃ ছাত্র নেতাদের সক্ষমতায়ন।"** প্রথম দিন বাইবেল উপস্থাপন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স আরম্ভ করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ওয়াইসিএস এর জাতীয় চ্যাপলেইন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি বলেন, একজন ছাত্রনেতার প্রধান দায়িত্ব হলো: "তার ছাত্র অনুসারীদেরকে ঐশ-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-মুখী প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে; তাদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, একজন ছাত্রনেতা ঈশ্বরের মনোনীত।"

"মানসিক স্বাস্থ্য ও পালকীয় সহযাত্রা" এই বিষয়ে সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া, এমডিএফএ খুবই সুন্দর ও বাস্তবভাবে শিক্ষা দেন। ওয়াইসিএস এর পরিচয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। ওয়াইসিএস কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম নিয়ে ধারণা প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগস্টিন ক্রুশ এবং শিশু সুরক্ষা ও পরিবেশবান্ধব চেতনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ এবং প্রচারাভিযান বিষয়ে বিস্তারিত আলোপাত করেন ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি।

মূলভাবের উপর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। এছাড়াও বিসিএসএম এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্যান্ডি পিরিচ তার উপস্থাপনায় ছাত্র নেতাদের দায়িত্ব তুলে ধরেন।

এই কোর্সের বিশেষত্ব ছিলো অংশগ্রহণকারীদের প্রেরণায় দেশের বন্যার্তদের কল্যাণ কামনায় বিশেষ প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অনুদান সংগ্রহ করা। কোর্স শেষে সকলকে প্রশংসা ও অনুপ্রেরণা হিসাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সমাপনী পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি তার উপদেশে বলেন, "একজন ছাত্র নেতা হবেন আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে – কথায়, চাল-চলনে, সাধনা-ধ্যানে, অধ্যয়নে, এমন কি চিন্তা-চেতনায় আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃকৃষ্টি-সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ।" পরিশেষে অংশগ্রহণকারীদের পরিচালনায় ও অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘটে।

## এইচএসসি পরীক্ষোত্তর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৪

**বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস ও অঙ্গীতা রিতা ক্রুশঃ** গত ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে, ২৫ টি ধর্মপল্লী থেকে ১৭৬ জন অংশগ্রহণকারী এবং বেশ কিছু এনিমেটর, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারসহ প্রায় ২০০ জন নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষোত্তর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এই গঠন প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের যুবারা যেন জীবন সম্পর্কে সুন্দর ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের জীবনে বাস্তবমুখী শিক্ষা লাভ করতে পারে।

এ বছর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণের মূলসুর ছিল "মিলন সাধনা: অন্তর্ভুক্তি-সংহতি ও বাণী প্রচারে যুবসমাজ; আশায় আনন্দিত হও"। প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করা হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও। তিনি তার উপদেশে বলেন, তোমরা যুবক, তোমরা মণ্ডলীর প্রাণশক্তি। তোমরাই পারো মণ্ডলীকে সচল রাখতে।

এবারের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ফাদার এবং প্রফেসরগণ তাদের জীবনের আলোকে বিভিন্ন বিষয় সহভাগিতা করেন। ফাদার প্যাট্রিক গমেজ তার সেশনে বাইবেল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ মাণ্ডলিক আইন: পারিবারিক জীবন, প্রজনন স্বাস্থ্য, ক্যারিয়ারপ্ল্যানিং, সেফগার্ডিং এবং আরো কিছু বিষয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা, বাইবেল কুইজ এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সবশেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ, সার্টিফিকেট বিতরণ এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষোওর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৪ এর পরিসমাপ্তি হয়।

## খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে ইন্দ্রকানী কাথলিক গির্জার শুভ উদ্বোধন

**ব্যারিস্টার রুয়েল লিংকন বাড়ৈ:** গত ৯ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০ টায় বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ইন্দ্রকানী কাথলিক গির্জার শুভ উদ্বোধন করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশপ মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেয় গ্রামবাসী। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও, তাঁকে সহায়তা করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ফাদার সঞ্চয় গমেজসহ অন্যান্য ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগে প্রায় দুইশতাধিক খ্রিস্টভক্ত, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিস্ট উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ ইম্মানুয়েল বলেন-এই গির্জা ঘরে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তরা অংশ নিতে পারবে ও পিতা ঈশ্বরের গৌরব করতে পারবে। তিনি স্মরণ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি মহোদয়কে, যিনি এই গির্জা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আলবার্ট বাড়ৈ। পরিশেষে, খ্রিস্টভক্তরা আনন্দ মনে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়।

## রমনা সাধু যোসেফ সেমিনারীতে প্রার্থনাবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ

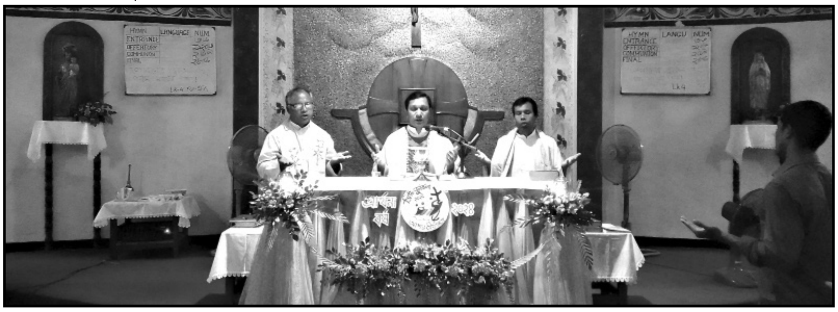

**প্রতিবেদক, রমনা সেমিনারী:** গত ৩ সেপ্টেম্বর, রোজ মঙ্গলবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনা প্রার্থনাবর্ষকে কেন্দ্র করে বিশেষ খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের মত সংস্কৃত্যায়ন খ্রিস্টযাগের মূল বিষয়টি ছিল "প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাও" (লুক ১১: ১) এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে উক্ত সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি উপদেশে বলেন, প্রার্থনা কী? প্রার্থনা কেন করবে? আর আমরা প্রার্থনা কিভাবে করতে পারি? এই বিষয়গুলোর উপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন।

আরো বলেন, "২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হলো প্রার্থনার বর্ষ আর আগামী বৎসর অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে জুবিলী বর্ষ (Pilgrimage of Hope) অর্থাৎ আশার তীর্থযাত্রা, এই যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে আমরা একটি আশার আলো নিয়ে যাত্রা করব। চারিদিকে যুদ্ধ আর ধ্বংসের পরিবর্তে যেন প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি।"

পরিশেষে, যিশুখ্রিস্ট যেভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন তাঁরই উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ পুনরুত্থান প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা বর্ষের বিশেষ প্রার্থনা সমস্বরে আবৃতি করা হয়। এভাবেই পবিত্র খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হয়।

## বোর্ণী ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, শক্তিমতি কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লী বোর্ণীতে "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসে ৫ জন ফাদার ৪ জন সিস্টার, ৩০ জন এনিমেটরসহ শিশুদের মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০ জন। সকাল ৯ টায় শোভাযাত্রা সহযোগে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। এতে পৌরহিত্য করেন ফাদার উত্তম রোজারিও, সাথে ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার আন্তনী হাঁসদা, ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন সহভাগিতায় বলেন, 'আমরা শিশু আর যিশু আমাদেরকে অনেক ভালোবাসেন, যত্ন করেন যেন আমরা তার আদর্শ অনুসরণ করে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা নম্রতার সাথে গ্রহণ করি। আমরা যেন প্রতি রবিবার গির্জায় আসি, বাড়িতে প্রার্থনা করি এবং আমাদের ছোট ছোট দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে পারি।' খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের নিয়ে মিশনের মাঠে প্রাঙ্গনে র‍্যালি করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফাদার আন্তনী হাঁসদা, ফাদার উত্তম রোজারিও, ফাদার মিন্টু রায়, ফাদার উজ্জ্বল রিবেরু ও ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন, সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর বিভিন্ন শ্রেণী ভিত্তিক প্রার্থনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহারের পর গ্রাম ভিত্তিক নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

## দিনাজপুর সাধু যোসেফ ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার

**সিস্টার সিসিলিয়া এসসি:** গত ৩০আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সকাল থেকেই সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণ মুখরিত হয় ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ২৫১ জন শিশুদের শ্লোগানে। প্রতিদিন জপমালা, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, রবিবার প্রভুরদিন দলে দলে যোগদিন এমন আরো বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্য দিয়ে "এসো সবাই বাইবেল পড়ি, বাইবেলের আলোয় শিশুদের জীবন গড়ি" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে রাধানগর সাধু যোসেফ ধর্মপল্লী দিনাজপুরে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার হরি মাকারিও দাস সিএসসি, ধর্মপ্রদেশের পিএমএস এর দায়িত্বে থাকা ফাদার জসিম মুর্মু এবং সিস্টার সিসিলিয়া এসসি এবং এনিমেটরদের তত্ত্বাবধানে বাইবেল কুইজ, এ্যাকশন সং এর মধ্য দিয়ে দিবসটি সুন্দরভাবে পালন করা হয়। একই সাথে কুইজে বিজয়ীদের মাঝে বাইবেল এবং প্রার্থনা বই প্রদান করা হয়। বাইবেল পড়ায় যেন আগ্রহ বারে তার জন্য শিশুদের মাঝে বাইবেলের গুরুত্ব তুলে ধরেন ফাদার জসিম মুর্মু এবং সিস্টার সিসিলিয়া এসসি। মিলনভোজের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস সমাপ্ত হয়।

# মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Mothurapur Christian Co-Operative Credit Union Ltd.

ডাকঘর : মথুরাপুর, উপজেলা : চাটমোহর, জেলা : পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত - ১/২০০৮
মোবাইল নং : ০১৩০২-৩৯৮১২৯
Email : mcccu1963@gmail.com

স্মারক ঃ সা- ০৪/১০৬৩/২৪ তারিখ-০৮/০৯/২০২৪খ্রিস্টাব্দ

## বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮/১১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার, সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বিরতিহীন ভাবে) মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ক্যাথলিক ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন সমিতির সদস্য/সদস্যাগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতঃ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

**আলোচ্য সূচীঃ পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন ২০২৪।**

**বিঃদ্রঃ** উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত "সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক" খসড়া ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করে নোটিশ বোর্ডে দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে কারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক মন্ডলীর নিকট লিখিত ভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে-

আভাষ গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রি. কো-অ. ক্রে.ই.লিঃ

সুবল গমেজ
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রি. কো-অ. ক্রে.ই.লিঃ

অনুলিপি- সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। সকল সদস্য/সদস্যা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
০২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পাবনা।
০৩। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, চাটমোহর।
০৪। অফিস নথি, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট ইউনিয়ন।
০৫। নোটিশ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট ইউনিয়ন।

বিপ্র/২১৬/২৪-ক

সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সে গিয়েছে সবার আগে সরে
ছোট যে জন ছিলরে সবচেয়ে
সে দিয়েছে সকল শূণ্য করে।

**দিয়া এ্যাঞ্জেলিনা রোজারিও**
জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
ধর্মপল্লী: দড়িপাড়া (মুলকার বাড়ী)

**আদরের দিয়া মণি,**

দিন রাতের আবর্তনে পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে অতিক্রম করেছে নিজ বার্ষিক গতিতে। তাই সময়ের পরিক্রমায় আজ একটি বছর হয়ে গেল তুমি পাড়ি জমিয়েছ তোমার চিরস্থায়ী ঠিকানা সেই চির বসন্তের দেশ অমরাবতীতে। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি ও দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার স্নেহার্দ বুকে শান্তিতে ও ভালোবাসায় সুখে আছ। পুরো বাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে আছে তোমার স্মৃতি। তোমার দেয়া নামে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠছে তোমার স্নেহের ছোট ভাই দিয়ান। ওর অর্ধেকটা নাম জুড়েই তো তুমি। তোমার দাদু-ঠাকুর হাসি-আনন্দ, হাসি ঠাট্টার খোরাক ছিলে তুমি, সেখানে কেমন যেন এক ভাটা পড়েছে। তোমার মা-বাবার কথা তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তোমাকে ছাড়া তাদের জীবন যেন শুষ্ক, তপ্ত, জলহীন মরুছুল। তোমার প্রাণের পিসিমণি, পিসা ও মেইবেন ভাইয়ের জীবনের এক আমৃত্যু শূন্যতা তুমি। তোমার ফাদার বড়বাবা, ব্রাদার কাকামণি ও সিস্টার ঠাকুর উৎস্বর্গকৃত জীবনের নানা প্রতিকূলতা, হতাশা, নিরাশার মুহূর্তে তোমার হাসিমাখা স্নিগ্ধ অকলুষ মুখ ছিল তাদের প্রাণের আরাম ও আশার আলোক বিচ্ছুরণ। আমাদের সবার এই নশ্বর জীবনে ক্ষণকালের এক টুকরো স্বর্গ ছিলে তুমি। তুমিই আমাদের জীবনে ক্ষণিকের জন্য পাওয়া সেই স্বর্গীয় ফুল। তোমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, খেলার সাথী, সহপাঠী, প্রতিবেশি ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবার প্রার্থনা ও স্মৃতিতে অক্ষয় তুমি।

**তোমারই আপনজন,**
দাদু ঠাকুমণি: প্রেমন ও রুপালী রোজারিও
বাবা মা: রোনাল্ড ও জেনিকা
ভাই: দিয়ান
ফাদার রিপন এসজে (বড়বাবা), ব্রাদার সনেট সিএসসি (কাকামণি), সিস্টার দিপালী সিআইসি (ঠাকু)
সাথী ও বাপ্পী (পিসি ও পিসা), মেইবেন (টুকু ভাই) ও অন্যান্য সবাই।

বিজ্ঞ/২১৫/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য** বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Regd. No. DA-33

❖ 15 - 21 September, 2024, ৩১ ভাদ্র ১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# যিশুসংঘের (জেজুইট) পক্ষ থেকে নিবিড় আমন্ত্রণ

## প্রিয় কাথলিক ছাত্র-যুবক ভাইয়েরা,

যিশুসংঘের ছত্রছায়ায় এসে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নেসিয়াস লয়োলা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর মত ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশার্থে মানুষ ও মণ্ডলীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তোমাদের নিবিড় আমন্ত্রণ জানাই!

তোমরা যারা SSC/HSC পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছ/করবে/উত্তীর্ণ হয়েছ বা যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছ এবং আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারো-

**আহ্বান পরিচালক**

সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ি, গাজীপুর

ফাদার এলিয়াস সরকার, এস.জে.
০১৭৭৮২২৫৮২৮
ফাদার প্রবাস রোজারিও, এস.জে.
০১৭৩২৮৭৫৬৯০
ফাদার রাহিত মৃ, এস.জে.
০১৭৪৩১৫৫১৪২

বিজ্ঞ/২১৩/২৪


## প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

### আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org